College Form No- 4

This book was taken from the Library on the date last stamped. It is returnable within 14 days

TGPA—23-5-55—10,000

ভাঙ্গনকুল

* * *

পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক

* * *

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
2396
LIBRARY.
17.12.53.
Agartala.

AMC

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY
Agartala

ভূমিকা

জীবনে ভাঙ্গা-গড়া উভয়েরই প্রকৃত উৎস মানুষের মনে ; আত্মাশক্তির এই দুই যমজ সন্তানের নৃত্যচ্ছন্দে মানুষের অন্তরাত্মা নিরন্তর দোলায়মান। এ দুইটির ক্রিয়া যুগপৎ চলিলেও কখনও সৃষ্টি কখনও প্রলয় মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান যুগ সেই হিসাবে মুখ্যতঃ ভাঙ্গনের যুগ ; এ ভাঙ্গনের খরস্রোতে দিকে দিকে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জ্জাতিক জীবনে যে বিপর্য্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অন্তরালে নিগূঢ়ভাবে গড়াও চলিয়াছে ; কিন্তু তাহা যেন আজ একান্তই গৌণ। সৃষ্টির কথা আজ যতই সাজাইয়া গুছাইয়া বলি না কেন, তাহা যেন কেবলই মৌখিক ; মানুষের চিত্ত আজ সমাচ্ছন্ন ভাঙ্গার নেশায় ; কোন আদর্শই যেন সেখানে শিকড় গাড়িতে পারিতেছে না ; অথচ উপর্য্যুপরি বিপ্লবের ভূকম্পে পুরাতন আদর্শের ভিত্তি ক্ষীয়মাণ হইয়া ক্রমশঃ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। গড়িতে গিয়াও মানুষ আজ কেবলই যেন ভাঙ্গিতেছে। এ অবস্থা সাময়িক হইলেও তুচ্ছ নয়। মহাকালের জটায় যুগযুগ ব্যাপিয়া গ্রন্থির পর যে গ্রন্থি পড়িয়াছে, কল্পান্তের নীহারিকালোকে তাহার উন্মোচন হইতেছে এবং এই গ্রন্থিমোচনের মধ্যেই রহিয়াছে নব নব গ্রন্থিবন্ধের সূচনা, নব সৃষ্টির বীজ। সে বীজ আজ লোকচক্ষুর অগোচরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে নরনারীর মর্ম্মবেদনায় ; কতকালে যে ঐ ব্যথার সত্যকার ফসল ফলিবে, একমাত্র জানেন মানবের ভাগ্যবিধাতা।

বিজনকুমার মিত্র এই অবস্থান্তর কালের জীব ; নূতন তাহাকে আকর্ষণ করে, তাহার চিত্ত-সমুদ্রে ঢেউ তোলে, কিন্তু গভীরতম প্রদেশে পৌছিয়া সেখানে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পুরাতনের যাহা কিছু কদর্য্য, তাহা সে ঘৃণা করে, কিন্তু সে ঘৃণাও যেন সাময়িক উত্তেজনার নামান্তরমাত্র।

পরিচিতি-পত্র

বাংলা সাহিত্যে নাটকের পরিণতি অগ্রগতির ধারা সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই—কোথায় যেন একটা অদৃশ্য প্রতিবন্ধক চরম সিদ্ধিলাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ একটি যুগে বিশেষ পরিস্থিতির প্রভাবে জাতীয় জীবনে একটা জোয়ারের উচ্ছ্বাস আসে—আমাদের মন তারবাঁধা যন্ত্রের ন্যায় উচ্চস্বরে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। এই ক্ষণস্থায়ী ভাবপ্লাবনের উপরে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মানস উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিস্বরূপ নাট্যসাহিত্যের একটা প্রবল প্রেরণা ফেনায়িত হয়। এই জোয়ারে এমন অনেক ভাববস্তু ভাসিয়া আসে যাহারা কোনদিনই চিরন্তন, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। পাঠকের রুচির প্রবল তাগিদেই এই অপরিশোধিত উপাদানসমূহ লেখকের মনোজগতে উদ্ভূত হয়, এবং প্রবল গতিবেগের প্রশ্রয়ে ইহারা সাহিত্য-সুষমার তটবেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় লাভ করে। তার পর দেশের আবহাওয়ায় এই উত্তেজনার স্ফীতি কমিয়া গেলে একদা জনপ্রিয় নাটকগুলিও নিষ্কাশিত-বাষ্প বেলুনের ন্যায় চুপসাইয়া যায় ও নাটক রচনার প্রবৃত্তিও আত্মসংহরণ করিয়া পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। এই বাহিরের উৎস-পুষ্ট অসম ও অনিয়মিত প্রবাহই বাংলা নাটকের জীবন-ধারার ইতিহাস।

আমার মনে হয় যে আমরা সমস্ত মন দিয়া নাটক লিখি না বলিয়াই আমাদের নাট্য-সাহিত্য এরূপ শীর্ণ ও অপরিপুষ্ট। যখন যুগপ্রভাবের আনুকূল্যে জাতির সমস্ত মানস শক্তি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাট, মহিমান্বিত কর্মোন্মাদনার সহযোগিতায় অনিবার্য সাহিত্যিক অভিব্যক্তি খোঁজে তখনই সার্থক নাটকের জন্ম হয়। কাব্য, দর্শন, উন্নত আদর্শবাদের প্রেরণা, বাস্তবের রসানুভূতি, হাস্যকৌতুক, জাতীয় জীবনের জয়যাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ও আত্মপ্রত্যয়ের

আত্মপ্রকাশ করিল আরতির জন্ম-ইতিহাসে যে কলঙ্ক ছিল বিজনের মনে তাহার প্রতিক্রিয়া তাহার সমস্ত প্রগতিশীলতা ও আদর্শনিষ্ঠাকে বিপর্যস্ত করিল—সে সাধারণ ইতর-প্রকৃতি, সন্দেহ-পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর চরিত্রে আস্থা হারাইল, পরস্ত্রীতে আসক্ত হইল ও প্রচুর মদ্যপানে বিবেক-দংশনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল। যে বিপিন ও অমলাকে আশ্রয় দিয়া তাহারা সমাজের উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল, তাহাদের চরিত্রে দুর্নীতিপরায়ণতা, কৃতঘ্নতা ও ইতর রুচির পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমলা শেষ পর্যন্ত আরতির প্রতি ভালবাসা না হারাইয়া খানিকটা আত্মদোষ ক্ষালন করিয়াছে, কিন্তু বিপিনের সয়তানির অবিমিশ্র হীনতা কোনরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সাধু উদ্দেশ্যের প্রেরণার দ্বারা লঘুতর হয় নাই। শেষ পর্যন্ত আরতি তাহার সমস্ত জীবনের আরব্ধ কার্য পরিত্যাগ করিয়া, তাহার আবেষ্টনের সমস্ত স্নেহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া জনসাধারণের হাহাকার ও অশ্রুজলের মধ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নাটকের প্রত্যেকটি সন্ধিক্ষণে, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের মুহূর্তে মানুষের বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত সমতালে যমুনার কূলধ্বংসী ভাঙ্গন প্রলয়-সূচনার ভয়াবহ ইঙ্গিতে বিকিরণ করিয়াছে। অন্তরে বাহিরে একই ধ্বংসলীলা অভিনীত হইয়াছে—মানুষের যত্নরচিত ব্যবস্থা তীক্ষ্ণ-ধার নদীস্রোতের ধারক তটভূমির ন্যায় ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত নাটকটিতে এক সাঙ্কেতিকতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সার্থক ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এখানেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নাটকটির সংলাপবন্ধপ্রণালী ও প্রকাশভঙ্গী চরিত্রোপযোগী ও কাব্যধর্মী হইয়াছে; বিশেষতঃ নাট্য ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত গানগুলির ভিতর প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় মিলে। নাটক পাঠের পর মন যে মানবজীবনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তার অনুভূতিতে বিষাদগম্ভীর কারুণ্য রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে ইহাই নাট্যকারের সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অবশ্য আমাদের সমস্ত নাট্য সাহিত্যে ব্যর্থতার যে একটি নিগূঢ় বীজ রহিয়া গিয়াছে তাহা হইতে বর্তমান নাটকও সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ, রস-পিপাসু মনে আদর্শ ও

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

বিজন, বিপুল — দুই ভাই, ৺গুরুদাস মিত্রের পুত্রদ্বয়
যোগমায়া — ঐ মা
আরতি — বিজনের স্ত্রী
ভবতারণ — নন্দীগ্রামের তালুকদার
নিস্তারিণী — ঐ বিধবা ভগ্নী
স্থলতা — ঐ কন্যা
স্মৃতিরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যার্ণব — গ্রাম্য পণ্ডিত
নিরঞ্জন — গাঁয়ের জনৈক ভদ্রলোক
বিপিন হালদার — আরতি দেবীর সদর নায়েব
অমলা — ঐ স্ত্রী
মাণিক মোড়ল, মামুদ সর্দ্দার — গাঁয়ের চাষী
উমাশঙ্কর রায় — জমিদার

বলি, ওদিকে যাওয়া হ'চ্ছে কেন ? ও নৌকায় যাবেন ভদ্রলোক, বামুন ! তাঁরা তোদের ঠাঁই দেবেন কেন ? কোন দিন দিয়েছেন কি ? আর দেখ্‌ছিস্ না নায়ের শ্রী ? ঐ ভাঙ্গা নায়ে পাড়ি না ধ'র্‌লে পণ্ডিত মশায়দের যমুনা-যাত্রা সার্থক হ'বে কেমন ক'রে ? হা-হা-হা ! তা যা,— যার যেতে হয়, গিয়ে দেখ্‌না হোথায় কেমন ঠাঁই মেলে ! মাঝি, ও মাঝি, এ নায়ে শুধু মানুষ যাবে,-জ্যান্ত— মানুষ !

মাঝি—ও নায়ে তবে মড়া চল্'লো নাকি মোড়ল ?

মণ্ডল—তা' ছাড়া আর কি ? ওরা কি আমাদের চাষাভূষোর মত মাটি কাম্‌ড়ে বেঁচে থাকেন ? বিদ্যের কবরখানায় বুদ্ধিকে গোর দিয়ে ওঁরা আছেন ওঁদেরই স্বর্গে ; না চলেন আগে, না যান্ পিছে ; আছেন দাঁড়িয়ে ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গমর্ত্ত্যের মাঝামাঝি একটা কিম্ভূতকিমাকার দেশে ! [যাহারা মালামাল সহ ছোট নৌকার কাছে গিয়াছিল, তাহারা খালি হাতে ফিরিয়া আসিল] কেমন ? ঠাঁই হ'ল না ঐ নায়ে ? গেলিনে হতভাগারা ?

[যাহারা ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, "মাল সব দিয়ে দিয়েছি তো।"]

মণ্ডল—তা' বেশ ক'রেছিস্ ! এখন খালি হাত পায়ে গিয়ে নায়ে ওঠ্‌না ! এ' নায়ে শুধু মানুষ যাবে, জ্যান্ত মানুষ ! [যাহারা এখনো নিজেদের মালপত্র সহ নৌকায় উঠিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল]

বৃদ্ধা—কেবল জ্যান্ত মানুষ, জ্যান্ত মানুষ ক'র্‌ছ যে মোড়ল ! খালি হাত পায়ে নয়া গাঁয়ে গিয়ে তোমার জ্যান্ত মানুষ ক'দিন জ্যান্ত থাক্‌বে ? খাবে কি, রাঁধ্‌বে কিসে ?

বৃদ্ধ—ঠিক্, ঠিক্ ! ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার ! গাঙে না হয় ঘরবাড়ীই ভেঙ্গে গেল, হাঁড়ি কুঁড়ি যা' বাঁচ্‌ল, তা' কেন ফেলে রেখে যা'ব ! বিনে পয়সায় হ'য়েছে যে—আবার পয়সা খরচ ক'রে ঐ জিনিষই ক'র্‌তে যা'ব ?

আরতি—একি বল্‌ছ বাবা ?

উমা—সদ্য স্বপ্নে শোনা একটা গানের কলি। থেকে থেকে মন যেন গেয়ে উঠ্‌ছে।—বাণীচিত্রের মত চোখের উপর জীবন্ত হয়ে উঠেছিল একটা ভাঙ্গন কূলের হাজার হাজার ঘরছাড়া নরনারীর নূতন কূলে যাত্রার দৃশ্য ; কানে ভেসে আস্‌ছিল তাদেরই কথার স্বর, তাদেরই অভিযান সঙ্গীতের সুর।—এ যে আমার নন্দীগ্রামের পার্শ্বচারিণী যমুনারই সংহারিণী মূর্ত্তি '—কেন দেখ্‌লাম এ ছবি ?—কেন শুন্‌লাম এ গান ? —কে শোনাল ?—কি এর মানে !

আরতি—স্বপ্নের যেন আবার মানে থাকে ! তুমি আর কথা বলোনা বাবা। ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছ যে !

উমা—প্রায় পঁচিশ বছর আগে নন্দীগ্রামের জমিদারি যখন কিনেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল একটা আদর্শ পল্লী গ'ড়ে তুল্‌ব, যেখানে তুচ্ছতম মানুষও পাবে মানুষের মত বেঁচে থাকার সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার ! অপ্রত্যাশিত একটা ঘূর্ণিবাত্যায় সে স্বপ্ন আমার ওলট্‌পালট্ হ'য়ে গেল ; নিজেকে নিয়েই এতটা ব্যাপৃত হ'য়ে পড়্‌লাম যে, তাকে আর রূপ দেওয়ার অবকাশ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লাম না ;—তোরা দু'জন আমার সে স্বপ্ন বাস্তব করে তুল্‌বি, এ আশা নিয়েই আমি পৃথিবীর কাছে বিদায় নেব ! —কিন্তু, আজ একি দেখ্‌লাম, কি শুন্‌লাম !—(হঠাৎ বুকে হাত দিয়া) উঃ-উঃ-উঃ ! আরতি—মা—ডাক্তার ! শিগ্‌গির ! [আরতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া উমাশঙ্করের পাশে বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। উমাশঙ্কর একান্ত দৃষ্টিতে আরতির মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অতিকষ্টে শেষ কয়েকটি কথা বলিলেন]—মা —চল্‌লাম ! কাঁদিস্‌নে—তোকে অনেক কথা—বলার ছিল ; পার্‌লুম না আর !—বিজন—শীলমোহর—খাতা !—উঃ-উঃ-উঃ—(চোখ বুঁজিয়া) যাই মা। [হঠাৎ বক্ষস্পন্দন থামিয়া গেল ; চোখের তারকা স্থির হইয়া

গেল ; আরতি বুঝিতে পারিয়াই বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ডাকিল "বাবা !—বাবা !" নীচে মোটর গাড়ীর শব্দ ; বিজন ও ডাক্তারের প্রবেশ ; আরতি সরিয়া বসিল। ডাক্তার নাড়ী ধরিয়া আরতির অশ্রু-ভারাক্রান্ত জিজ্ঞাসু চক্ষুর দিকে একবার চাহিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বিজনকে বলিলেন।]

ডাক্তার—Too late, my boy, too late. Exactly what I feared. Thrombosis in the heart. Look well after the girl."

[বিজন ও ডাক্তার চলিয়া গেল ; আরতি উমাশঙ্করের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুরুদাস মিত্রের ভদ্রাসন ; আঙ্গিনার এককোণে তুলসীমঞ্চের নীচে মিট্ মিট্ করিয়া দীপ জ্বলিতেছে। দাওয়ায় বসিয়া যোগমায়া মালা জপ করিতেছেন। নীচে আঙ্গিনায় মাণিক মোড়ল ও মামুদ সর্দ্দার।

মাণিক—খাজ্‌নাটা এবার কাকে দেব, ঠাকুমা, বড় বাবুকে, না ছোট বাবুকে !

যোগমায়া—(কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া) দেখ মোড়ল, বিজুর আমার ভগবানের দয়ায় কোন অভাব নেই ; খাজ্‌নাটা তোমরা বিপুলকেই দিও।

মামুদ—মা জননীও ঠিক ঐ কথাই ব'ল্‌লেন !

যোগমায়া—কি ব'লেছেন, মামুদ !

মামুদ—বল্‌লেন ছোটবাবুকে খাজ্‌না দিলে বড়বাবু রাগ কর্‌বেন না, কর্‌লেও আমরা যেন ভয় না পাই !

যোগমায়া—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তবে বিপুলকেই খাজ্‌নাটা দিও। দেখ্‌ছই তো কেমন ক'রে তার দিন গুজ্‌রান হ'চ্ছে।

মাণিক—বেয়াদবি মাপ কর্‌লে কয়েকটা কথা বল্‌তে চাই, ঠাকুমা। তোমার ছেলের বৌ সাক্ষাৎ ভগবতী ; যেমন তাঁর রূপ, তেমনি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য। নিজের চোখেই দেখেছ দু'বছর আগেও কি ছিল এ গাঁয়ে। ৺উমাশঙ্কর রায়ের জমিদারিতে কয়েকটা ডাকিনী যোগিনী গরীব চাষীর রক্ত শুষে বেড়াত ; খেতে না পেয়ে, রোগের জ্বালায় লোক মর্‌ত ঘরে ঘরে। কোনদিন কারো প্রাণ এ অভাগাদের জন্য কেঁদে উঠেছে, দেখেছ ? লেখাপড়ার বালাই ভদ্রলোকদেরই প্রায় ছিল না ; আমাদের ছোট-লোকদের তো কথাই নেই ! আর আজ ? নন্দীগ্রামের কি নেই আজ,

মাণিক—মায়ের সঙ্গে নিমকহারামি ক'রলে ওর মাথায় বাজ পড়বেনা, সর্দ্দার ?

মামুদ—সব সময় পড়ে কই মোড়ল ? খোদার মর্জি, খোদার ফজল !

মাণিক—কি-ই বা সে আর করবে ? না হয় দু'চারটা টাকা চুরি করবে, এই তো ? কিন্তু মায়ের আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ; দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন, আবার তা ভরে উঠ ছে। ঠাকুমা, এমন বৌকে তুমি পর করে রাখ্‌লে !

[সদর দরজা খোলার শব্দ হইল ; বিজনের প্রবেশ]

বিজন—মা !

যোগমায়া—কে ? কে ? —বিজু ? —বাবা ! [বিজন আসিয়া মায়ের পদধূলি লইয়া কোল ঘেঁসিয়া বসিতেই অজস্রধারে যোগমায়ার অশ্রু ঝরিতে লাগিল ; তিনি বিজনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। বিজনের চোখও অশ্রু-সজল। মামুদ মাঝে মাঝে "ইয়া আল্লা", "ইয়া আল্লা" বলিতে বলিতে চোখ মুছিতে লাগিল ; মাণিকের মুখে হাসি, চোখে জল]

মাণিক—ঠাকুমা,—ও ঠাকুমা, এবার ঘরের ছেলে ঘরে নাও ; বৌকেও আনো, আমরা দেখে চোখ জুড়াই ! আহা-হা ! এমন ছেলে, এমন বৌ ?

মামুদ—সেলাম বাবু, সেলাম ! এবার চল যাই, মোড়ল ! সেলাম, ঠাকুমা।

মাণিক—(গড় হইয়া প্রণাম) চল মামুদ। (উভয়ের প্রস্থান ; তাহারা যাইতেই বিজন উঠিয়া গিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া আবার মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।)

বিজন—একদিন তোমায় যা বলেছিলাম মা, সবই ভুল। তা' সপ্রমাণ হ'য়ে গেছে।

যোগমায়া—(সানন্দে বিজনের হাত ধরিয়া) সত্যি, বিজু ? সত্যি ?

বিজন—বিচারে যা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, তা আবার মিছে হবে কেমন করে ?

যোগমায়া—তাও তো বটে ! —(হঠাৎ মুখে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল) —কিন্তু বাবা, একটা কথা যে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনা—৺উমাশঙ্কর রায় তোকে এমন একটা মিছে কথা বল্‌তে

চাই-ই—চল মা ! [মায়ের হাত ধরিয়া উঠাইয়া সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল ; যোগমায়া যন্ত্রচালিতবৎ অগ্রসর হইল ; বিপুল খিড়কি দরজা দিয়া বিজনের কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অলক্ষ্যে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে ছিল ; এবার কাছে আসিল।]

বিপুল—(ছলছল চোখে) যেতে চাও, যাও মা ! বেছে নেওয়া তো শক্ত নয়। একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে সম্পদ্ ! এক ছেলে বড় মানুষ, তোমায় সুখে রাখ্‌তে পারবে। আর একটা তোমার এমনি হতভাগা যে মায়ের জন্য মোটা চাল, মোটা কাপড়ও যোগাতে পারছে না ! বর্ষার জলে ত'র ঘরে ঢেউ খেলে যায়, অভাব তার নিত্য সাথী ! যাবে, যাও মা !

[বিপুল দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে প্রস্থান করিল]

যোগমায়া—(কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি যে আর পারছিনে, বাবা ! আমায় ঘরে রেখে আয়, আমায় একটু ভাব্‌তে দে।

বিজন—বুঝেছি মা ! বিপুলেরই আজ জয় হ'ল। ছোট ভাই, ঈর্ষ্যা ক'রবনা মা, তোমার বোঝা আর ভারী করে তুল্‌ব না। কিন্তু, এ অভাগাও তোমার ছেলে, সেও তোমার পায়ের ধূলোর অধিকারী ; সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করোনা। [যোগমায়াকে ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া দিয়া পদধূলি লইল ; দু'জনেরই দু'চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। বিজন সদর দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল ; কিছুক্ষণ পরে বিপুল আসিয়া মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিল।]

বিপুল—রাগ করেছ, মা ?

যোগমায়া—ঘা খেয়ে খেয়ে প্রাণ আমার এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছে আজ যে বুঝ্‌তেই পারছিনে আমার কি হল ! তোরা দু'ভাই আমার চোখের তারা, কোন একটিকেও ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। দু'বছর হল আরতি দেশে এসেছে ; আজ বিজুও এল। এতদিন

নিজের কাছে ধরা পড়বে, সেদিন যে তাসের ঘরের মতই তোমার এ সাজানো বাড়ী টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে ! সেদিনকার আঘাত তুমি আর সইতে পারবে না ; তাতে তুমি আর বাঁচবে না।

যোগমায়া—এরকম বেঁচে থাকার সার্থকতা কি, বাবা ? মলেই যে সব জ্বালা জুড়োত রে ! ওরে আমি যে আর কিছুতেই সইতে পারছিনে, বাবা,—ওরে আমি যে আর কিছুতেই সইতে পারছিনে—[হঠাৎ দাওয়ায় শুইয়া পড়িলেন ; বিপুল তাঁহার মাথা কোলে লইয়া ডাকিল, "মা, মা" ! যোগমায়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভবতারণ রায়ের বৈঠকখানা ; ভবতারণ, স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব। বিদ্যাবিনোদ ও নিরঞ্জন গভীর আলোচনায় রত। ভৃত্য শম্ভুচরণ একধারে বসিয়া তামাক সাজিতেছে। কাব্যার্ণবের হাতে নস্যির কৌটা ; সে মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্রে নস্যি দিতেছে]

স্মৃতিরত্ন—আরে রেখে দাও তোমার 'তবে কিনা' ; জমিদার বাড়ীর গত বছরের পূজো ছিল নিজের পূজো ; এবার তা' হ'য়ে দাঁড়াল হাড়ি, বাগ্দী, চামার, চাঁড়াল সকলের পূজো। সে বাড়ীর মন্দির হ'ল ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি দেবায়তন, সেখানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রেরই পূজার অধিকার আছে। তাও না হয় স'য়ে গেলাম ; কিন্তু একটা খেম্টাওলীর মেয়ে বিয়ে ক'রে বিপিন হালদার গাঁয়ে এসে জাঁকিয়ে বস্‌বে শুধু জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায়, এও হজম করতে হবে ? জমিদারণী, বিজনের স্ত্রী যে এ লোকটাকে এমনি ভাবে আশ্রয় দেবে, এ যে কোনওদিনই ভাবিনি। এর পরেও তুমি ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি দেবায়তনের পুরোহিত হতে যাবে ?

ভবতারণ—৺গুরুদাস মিত্র আমার পরম বন্ধু ছিলেন, আপনারা সবাই জানেন। বিজনের সঙ্গে সুলতার—[ভবতারণের চোখ দিয়া এক বিন্দু জল গড়াইয়া

নিস্তারিণী—যেতে হয় যাবে! তার জন্য আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন? আপনাদের পায়ে ধরে বলছি, তারণকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দিন। মেয়েটা বিধবা হওয়ার পর থেকেই ও যে ক্রমশই ভেঙ্গে পড়্ছে।

ভবতারণ—বিজনের স্ত্রীর কথা শোননি বুঝি দিদি!

নিস্তারিণী—শুন্বনা কেন! সবই শুনেছি!—ও, তাই বুঝি এ মন্ত্রণাসভা! দেখ্, এ সব নিয়ে নিজের বোঝা আর ভারী করে তুলিস্নে ভাই!

স্মৃতিরত্ন—তোমার মত বিদুষীর কাছে এ কথা আশা করিনি, নিস্তারদিদি! যার যা ইচ্ছে, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, তাই যদি সে বিনা বাধায় করতে পারে, তবে শাস্ত্রের মর্য্যাদা আর থাকে কি করে? সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের তবে রইল কি?

নিস্তারিণী—রইল ঠিক সেটুকু, যা সনাতন!—বিপিন হালদারের স্ত্রী ভদ্রসমাজে স্থান পাবার অযোগ্যা হলে এমন একদিন আস্বেই যখন নিজে থেকেই তাকে এ সমাজ ছাড়তে হবে; কারণ সমাজের সমস্ত জীবন-প্রবাহ তখন তার প্রতিকূল হয়ে উঠ্বে। বেঁচে আছে যে সমাজ, তার হজম করার শক্তি অফুরন্ত; কিন্তু সত্যিই যা তার কাছে বিজাতীয় জিনিষ, তা সে কখনই বরদাস্ত করতে পারে না: উগ্রে ফেল্তে হবেই। বিজুর স্ত্রী যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকে, তবে অন্যায়টা কি করেছে বলুন তো! আমার তো মনে হয় একমাত্র সেই এ ব্যাপারে মানুষের পরিচয় দিয়েছে।

কাব্যার্ণব—এতদ্ব্যতীত জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের কাছে স্বীয় দেবমন্দির অবারিত দ্বার করিয়া দিয়া সে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

নিস্তারিণী—হিন্দুসমাজের এ অবিচার দূর করার চেষ্টা সে মেয়েটি ক'রছে ব'লে তাকে আমি অভিনন্দন ক'রছি। অন্ধ যারা, বধির যারা, তারা হয়তো এ প্রচেষ্টার মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রতে সক্ষম নয়: তারণকে আমি তাদের দলে ভিড়্তে দেবোই-না, একথা মনে রাখ্বেন। আমার কথাটি

নিরঞ্জন—(গঞ্জিকা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ) গায়ের জোরে বা টাকার জোরে মা ভাইকেই মানাতে যে পার্‌লে না, সে মানাবে সমাজকে ?—হা—যত সব—

বিজন—(হাসিয়া) এতক্ষণ আপনাদের আলোচনার অর্থ বুঝলাম। মা-ভাই পৃথক রইলেন, এ আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। তার একমাত্র কারণ বিপুলের স্বাতন্ত্র্য-বোধ। প্রথমে মনে ক'রেছিলাম, আপনাদের কাছে অন্ততঃ সহানুভূতি পাব। এখন দেখছি স্রোতের প্রতিকূলেই চ'লেছি। উপায় নেই! ৺উমাশঙ্কর রায়ের কাছে আমি ও তাঁর কন্যা যে মন্ত্রে দীক্ষিত, এ অঞ্চলে তার প্রয়োগ তাঁরই নির্দ্দেশ। আমার স্ত্রীকে তিনি ব'লতেন, "পল্লীর সে হতভাগাদের মা হতে পারিস্, আমি যে তেম্নি করেই তোকে গ'ড়ে তুলেছি।—জানি, পথ হবে তোদের দীর্ঘ, কণ্টকাকীর্ণ, চল্‌তে চল্‌তে পদতল হ'য়ে যাবে ক্ষতবিক্ষত; তবু চল্‌তে হবে—চলাই জীবন। শুধু নিজে চ'ললেই হবে না; যারা পঙ্গু, পথের ধারে পড়ে আছে, হাত ধরে তাদের তুলে দিয়ে পথ চলবার যোগ্য করতে হবে, তবেই না দেশ চল্‌বে?" এই আমাদের আদর্শ। আমাদের কাছে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, সকলেই মানুষ; সকলকেই মানুষের মর্য্যাদা দেব, সে খেম্‌টাওলীর মেয়েই হোক্ বা রাজার ছেলেই হোক্। এ আদর্শ যদি আপনারা গ্রহণ না করেন, শুধু এ আশা কি ক'রতে পারিনে যে আপনাদের কাছে সক্রিয় বাধা অন্ততঃ পাব না?

ভবতারণ—এটা নিতান্তই দুরাশা! সমাজবিধি লঙ্ঘন করবে আর আশা করবে যে সমাজ তা শিরোধার্য্য ক'রবে?

স্মৃতিরত্ন—একি ম্লেচ্ছ নাস্তিকদের আড্ডা কল্‌কাতা যে, যার যা ইচ্ছা সে তাই কর্‌বে? পল্লীতে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি আজও অটুট।

[দুইজন মুসলমান প্রজার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে গঙ্গাচরণের প্রবেশ; প্রজা দু'টি সকলকে সেলাম করিল।]

স্মৃতিরত্ন—তুমি তাহলে এই বল্‌তে চাও যে, বিপিন হালদার বামুন হয়েও খেম্‌টাওলীর মেয়ে বিয়ে করে কোনই সামাজিক অপরাধ করে নি ?

ভবতারণ—অর্থাৎ তার জাতিধর্ম্ম সবই অক্ষুণ্ণ রয়েছে ?

কাব্যার্ণব—অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার যে পতিত. তাহা স্বীকার করিতে তুমি অনিচ্ছুক ?

ভবতারণ—যদি তাই হয়, বিজন, তাহলে আমাদের মতে বিপিন হালদার ও তুমি হিন্দু সমাজে থাক্‌বার উপযুক্ত নও।

বিজন—সমস্ত হিন্দু সমাজ যে আপনাদের মত কয়েকজনের মতামতেই চল্‌ছে বা চল্‌তে বাধ্য, এ তথ্যটা আজও ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি ; পার্‌লে হয়তো গাঁয়ে আসার স্পর্দ্ধা আমার হতো না।

ভবতারণ—তাহলে এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, বিপিন হালদার একটা খেমটাওলীর মেয়েকে নিয়ে ভদ্রসমাজে বাস কর্‌বেই, আর তোমরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা কর্‌বেই।

বিজন—আজ্ঞে, হ্যাঁ !—ভদ্র সমাজে না হলেও অভদ্র সমাজে, অন্ততঃ আপনাদের সমাজের বাইরে থাক্‌ব, তাতেও আপত্তি আছে আপনাদের ? আর থাক্‌লেই আমরা যে তা শিরোধার্য্য করে নেব, তা-ই বা মনে কর্‌ছেন কেন ?

ভবতারণ—কেন কর্‌ছি যথাসময়ে টের পাবে !

বিজন—ভয় দেখাচ্ছেন ? বেশ ! পিসিমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই !

[শুধু গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল]

নিরঞ্জন—টাকার গরম—টাকার গরম—যত সব—

স্মৃতিরত্ন—কদিন থাকে দেখা যাক্‌ ! কি বেহায়াপনা-রে বাবা ! আরে, একটা খেম্‌টাওলীর মেয়ে এনে গাঁয়ে বসিয়ে তার প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা কর্‌ছিস,

স্মৃতিরত্ন—রায়দাদা, অনেকদিন আগে চিড়িয়াখানায় এক জীব দেখেছিলাম, উট পাখী তার নাম। বিশেষত্ব তাঁর এই যে বালুতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সে মনে করে সে কাউকে দেখ্‌ছে না বলে তাকেও কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না!

গঙ্গাচরণ—উটপাখীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ যা করলে, তার ভুল ধরব, চিড়িয়াখানার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার নেই। কিন্তু উটপাখী তুমি না আমি, স্মৃতিরত্ন?

স্মৃতিরত্ন—এ প্রশ্নের জবাব এঁরাই দিন। জেগে ঘুমায় যে মানুষ, তাকে জাগিয়ে দেওয়াব দায়িত্ব আমার নয়!

গঙ্গাচরণ—আর ঘুমিয়ে যে মনে করে জেগে আছে, তাকে জাগিয়ে দেওয়ার স্পর্দ্ধা দুনিয়ায় কারও নেই। আর কতদিন এ ফাঁকি চলবে, স্মৃতিরত্ন! যাদের উপরে চালিয়ে এসেছ, তারা যে জেগে উঠ্‌ছে, দেখছ না?

স্মৃতিরত্ন—আপনি যেখানে দেখছেন ফাঁকি, আমি সেখানে দেখছি ধর্ম্মের সনাতন নির্দ্দেশ। আপনাতে ও আমাতে পার্থক্য তাই মৌলিক। সমাজ রক্ষা করতে হলে দশের মতের কাছে ব্যক্তি বিশেষকে মাথা নোওয়াতেই হবে; আশা করি এ কথাটা অন্ততঃ অস্বীকার করবেন না।

গঙ্গাচরণ—স্বার্থাপেক্ষী যাদের সত্যাসত্য বিচার, তারা একথা অস্বীকার করবে না। কিন্তু মিথ্যাকে সবাই মিলে সত্য বলে চেঁচালেই তা' সত্যে রূপান্তরিত হয় না, স্মৃতিরত্ন।

স্মৃতিরত্ন—সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতি হল মিথ্যা; আর এসব দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে সত্য নিহিত, এ জাতীয় মতবাদ কেবল আপনার কাছেই আশা করা যায়।

গঙ্গাচরণ—আর তোমার কাছেই কেবল আশা করা যায় যে কারও পূজো বন্ধ করা যথার্থ ধর্ম্ম!

স্মৃতিরত্ন—এতো আমার একার অভিমত নয়, গাঁয়ের প্রবীণ সবাই এখানে আছেন; জিজ্ঞাসা করুন তাঁরা কি চান। যদি তাঁরা চান যে বিপিন

তার পৌরোহিত্য স্বীকারই শুধু ক'রবনা, তাকে প্রাণপণ সাহায্য ক'রব।

ভবতারণ—আপনার মত ব্রাহ্মণ এ অশাস্ত্রীয় কাজে হাত দেবেন? জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত বিপিন হালদারের পক্ষ সমর্থন ক'রবেন?

গঙ্গাচরণ—স্মৃতিরত্নের মত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তারা পাবে কোথায়?

স্মৃতিরত্ন—পাবেই বা কেন? স্মৃতিরত্ন শাস্ত্র মানে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্‌তে জানে। কি বল হে, কাব্যার্ণব?

কাব্যার্ণব—যথার্থ, যথার্থ! স্মৃতিরত্ন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভবিশেষ!

গঙ্গাচরণ—স্ত্রীকে আর ছেলের বৌকে ঠেঙ্গালে যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখা হয়, দু'টাকার জায়গায় দশটাকা পেলেই ভ্রূণহত্যার জন্য পাতি দেওয়া যদি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক হয়, তবে একথা কোনও রকমেই অস্বীকার করা চলে না স্মৃতিরত্নের মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এদেশে বিরল। কিন্তু, ভাই, সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্ম নয়; উদারতা তার ভিত্তি। যেখানে তা নেই, সেখানে ধর্ম্ম নেই; আছে শুধু তার অভিনয়।

স্মৃতিরত্ন—ওহে বিদ্যাবিনোদ, কাব্যার্ণব, এবার মনু-পরাশর পুড়িয়ে ফেলো, গঙ্গাচরণ-স্মৃতিটাই এবার থেকে অভ্যাস করতে হল!

ভবতারণ—তা হ'লে বিপিন হালদারকে আপনি সমাজে তুলে নিচ্ছেন?

গঙ্গাচরণ—সে সমাজচ্যুত কবে হল? মনে করেছ তুমি, রায় মহাশয়, স্মৃতি-রত্নপ্রমুখ কয়েকটি পণ্ডিত আর নিরঞ্জন সেনকে নিয়েই সমাজ? তা নয়। মুটে মজুরও আজ জানে অধিকার তার কতটা। কাকে আজ চেপে রাখবে? ভুলে যেও না, ভবতারণ, তুমি, আমি, স্মৃতিরত্ন সমাজের কোটি কোটি ধূলিকণার মধ্যে কয়েকটি মাত্র।

স্মৃতিরত্ন—কিন্তু সে কয়েকটিকেই যুগে যুগে সমাজরক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রতে হয়েছে। মনু-পবাশরের অনুশাসন যাঁরা অমান্য ক'রতে চান, সমাজে স্থান পাবেন তাঁরা কোন্ হিসেবে?

গঙ্গাচরণ—ঠিক সেই হিসেবে, যে হিসেবে পরস্বাপহারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের নেতা, আর যে হিসেবে স্ত্রী-পুত্র-বধূর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেও স্মৃতিরত্ন সমাজের বিধানদাতা!—একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখো তো, বিপিন হালদারের স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরপরাধ নয় কি? খেমটাওয়ালী মায়ের মেয়ে, এ পরিচয় ছাড়াও তার অন্য পরিচয়—সে মানুষ। মানুষ হিসেবে মানুষের সমাজের কাছে তার দাবী আছে—আলো-হাওয়ার দাবী, অবাধ পথ চলার অধিকার। সমাজ যদি তা মেনে না নেয়, তাতে সমাজের ক্ষতিও কিছু কম হবে না। তোমার আমার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান সহজেই চোখে পড়ে; বিপিন হালদার ও বিজনকে একঘরে ক'রে তাদের অনিষ্ট কি হবে না হবে, সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু কেউ কি একবারও ভেবে দেখেছ সমাজের গোড়ায়, লোকচক্ষুর আড়ালে যে ভাঙ্গন এতে ধরবে, তার শেষ কোথায়?

ভবতারণ—মানবতার অধিকার, কথাটা খুবই সুশ্রাব্য; আমি কিন্তু বলি, সে অধিকার তো যার যেখানে নির্দ্দিষ্ট স্থান, সেখানে থেকেও পেতে পারে।

স্মৃতিরত্ন—মনু বলেন, "জাতি-জানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুল-ধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥"

কাব্যার্ণব—"স্বানি কর্ম্মানি কুর্ব্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ॥"

বিদ্যাবিনোদ—এ যুক্তি অকাট্য।

নিরঞ্জন—একেবারে অকাট্য। তাই তো বলি, রায় দাদা—যত সব—

গঙ্গাচরণ—নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছ, এ স্থান নির্দ্দেশ ক'রেছে কে বা কা'রা? আর, একদিন যা নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল, পৃথিবীর সমস্ত পরিবর্ত্তন, সমস্ত প্রয়োজন ছাপিয়ে তাই যে সনাতন হ'য়ে থাকবে, এতো প্রকৃতির বিধান হতে পারে না। ধর্ম্মের বিধান প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়।

ভবতারণ—তা ব'লে একটা খেমটাওলীর মেয়ে বিয়ে কবে বিপিন হালদার ভদ্রসমাজের মুখে চূণকালী মাখিয়ে দেবে, এ হতেই পারে না। আমি তা' হতে দেব না, যেই তার পছনে থাকুনা কেন। যতদিন ভবতারণ রায় জীবিত, ততদিন অন্ততঃ এ অঞ্চলে অনাচার, স্বেচ্ছাচার যাতে কোন রকমে প্রশ্রয় না পায়, তার যথাসাধ্য চেষ্টা সে ক'রবে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তাকে পিষে ফেল্‌বে, হোক্ না কেন সে গাঁয়ের জমিদার, হোক্ না কেন সে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ।

স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি—সাধু, সাধু !.

স্মৃতিরত্ন—(ভবতারণের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) তুমি আছ রায় দাদা, তাই না আজও এ গাঁয়ে হিন্দুত্ব বজায় আছে, চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে, ডুব্‌ছে ?

গঙ্গাচরণ—(যাইতে যাইতে) এ বুড়োকে পিষে ফেল্‌তে কোনই আয়াস তোমার পেতে হবে না ভবতাবণ! ভগবান নিজেই যাকে মেরে রেখেছেন, তাকে নূতন করে আর কি নিপীড়ন ক'রবে ? [প্রস্থান]

স্মৃতিরত্ন—ক'দিন থাকে এ অহঙ্কার দেখা যাবে।

ভবতারণ—ভাঙ্গবেন, তবু নুয়ে পড়বেন না।—এই তবে স্থির হল যে আজ থেকে বিপিন হালদার ও বিজন মিত্র একঘরে, কেমন ?

অন্য সকলে—(সমস্বরে)—নিশ্চয়।

তৃতীয় দৃশ্য

[ভবতারণের বাড়ীর নিভৃত উদ্যানপথে বিজন ও সুলতা]

বিজন—পিসিমার স্নিগ্ধ চোখে যে অভয় আশ্বাস পেলাম, তার পরে এ-বিশ্বাস আমার জন্মেছে লতা, তুমিও আমায় সমাজের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে না।

সুলতা—ক'রলেই বা কি যায় আসে তোমার, বিজুদা ? আমার অনুমোদন কি তোমার জীবনে এতই প্রয়োজনীয় ?

বিজন—বিজুদার প্রতি অবিচার ক'রলে লতা ? আর ক'রবেই বা না কেন ? যাকে তার মা-ভাই প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, তার পক্ষে তোমার সহানুভূতি একান্তই দুরাশা, আমার বোঝা উচিত ছিল।

সুলতা—(অশ্রু সজল চোখে) বিজুদা—(হাত ধরিল)

বিজন—সমস্ত পৃথিবী হঠাৎ এমন একটা মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে পারে, আগে বুঝ্‌তে পারিনি। মানুষের সমষ্টিরূপ একটি হিংস্র কদর্য্যতায় ভরা, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি ; কিন্তু তবুও এ বিশ্বাস ছিল যে এর অন্তরের অন্তঃস্থলে বয়ে চলেছে শত শত ফল্গুধারা যা একদিন এর মরুভূমির সবুজের স্বপ্নকে সজীব ক'রে তুল্‌বে। আজ দেখ্‌ছি যে আমি কাছে এলেই এ অন্তঃসলিলার প্রত্যেকটি উৎস যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। লতা,—লতা, এ হৃদয়হীনতাই কি মানুষের যথার্থ স্বরূপ ?

সুলতা—বৌদিকে পেয়েও এ সন্দেহ জাগ্‌ছে ? চোখের কাছে এমন একটি প্রদীপ থাক্‌তেও চারদিকের ছায়া দেখে বিচলিত হ'চ্ছ কেন ?

বিজন—বিচলিত হচ্ছি—কেন ? যাদের ভালবাসি, ভক্তি করি, একে একে তারা যখন দূর করে দেয়, মনে হয় প্রাণের গ্রন্থিগুলি ছিঁড়ে গেল, শরীর অসাড় হ'য়ে পড়ল, সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা যেন মুহূর্ত্তে কার হিমকরস্পর্শে অবসন্ন হ'য়ে রইল। এ অভিজ্ঞতা যার আছে সেই শুধু জানে এর ব্যথা।

সুলতা—সবই বুঝি, বিজুদা ; কিন্তু কি করব বল !

বিজন—কিছুই তোমায় ক'রতে হবে না, লতা। শুধু এইটুকু আমায় বলে দাও, অন্য সবাই আমায় যা'ই মনে করুক, তুমি অন্ততঃ তোমার বিজুদাকে প্রাণ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না।

সুলতা—ইচ্ছা করলেই দূর ক'রে দিতে পারি, এ খবরটাই বা কোথায় পেলে ? এ নিয়ে যে কত ঝগড়াই করেছ আমার সঙ্গে, সবই ভুলে গিয়েছ ?

বিজন—ভুলিনি,—ভুল্‌বার তা নয় ! কিন্তু কাল যা সত্যি ছিল তোমার আমার জীবনে, আজ যে তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা হ'য়ে যায়নি, তাই বা কে

চতুর্থ দৃশ্য

[একখানি ভাঙ্গা কুটীরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনা ; চারিদিকে বাঁশঝাড়, জঙ্গল, ডোবা দেখা যাইতেছে। আরতি ও কয়েকটি প্রায় ন্যাকড়া-পরা গাঁয়ের লোক। আরতির পরিধানে চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ী, সীঁথিতে ঝক্‌ঝকে সিন্দুরের ফোঁটা ; কুটীরের মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া মুমূর্ষু নারীর আর্ত্তনাদ ও ক্ষীণকণ্ঠ শিশুর কান্না শোনা যাইতেছিল]

১ম লোক—ও নোংরা কুঁড়ের মধ্যে কেমন করে যাবে মা ?

আরতি—ঠিক যেমন করে তোমরা—আমার ছেলেমেয়েরা—যাও !

[আরতি ভিতরে যাইতেছিল ; অমলা নাকে কাপড় দিয়া বাহির হইয়া আসিল]

অমলা—ইস্—কি দুর্গন্ধ। কি নোংরা। যেওনা দিদি, ভেতরে যেওনা !

আরতি—[অমলার দিকে কঠোর কটাক্ষপাত করিয়া] অমলা !—ছিঃ—এস আমার সঙ্গে [কুটীরের মধ্যে চলিয়া গেল]

২য় লোক—মেয়েটা বুঝি আর বাঁচল না ; ছেলেটাও বাঁচবে কিনা কে জানে ?

৩য় লোক—মা যখন এলেন, যমের মুখ থেকে হলেও ওদের কেড়ে আন্‌বেন ! আর ভয় নেই। [দ্রুতপদে চীৎকার করিতে করিতে লাঠি ভর করিয়া এক বুড়ীর প্রবেশ]

বুড়ী—ওরে আমার যাদু রে ! তোরে কেমন করে বাঁচাব রে ?

সকলে—কি হল—কি হল, বুড়ী মা ?

বুড়ী—কপালে যা' ছিল তাই হল রে—ওরে আমার যাদু রে ! কাল ব্যারামে ধরেছে রে—ওরে আমার যাদুরে ! [চীৎকার শুনিয়া আরতি একটি রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিল ; কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারও বাহির হইয়া আসিল]

আরতি—কাঁদ্‌ছ কেন, মা ?

বুড়ী—কাঁদ্‌বনা মা ? যাদুকে আমার বাঁচাও মা। দুটো নয়, পাঁচটা নয়, একটা ছেলে—অন্ধের নড়ি ; বাঁচাও মা।

আরতি—ভয় নেই মা, তুমি বাড়ী যাও। ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গেই যাবেন। আমি একটু পরে আস্‌ছি।

বুড়ী—বেঁচে থাকো মা—চির এয়োতি হও।—ওরে আমার যাদুরে !

[বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল]

আরতি—ডাক্তারবাবু, আপনি ওর বাড়ী যান। পাড়ায় কলেরা লেগেছে ; আরও লোকজন নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে কোথায় কি ব্যবস্থা করার দরকার দেখুন ; এ বিষ যেন কোন রকমেই না ছড়িয়ে পড়ে। [ডাক্তার চলিয়া গেল] বাছারা, ভয় নেই তোমাদেব। সবাই বাড়ী যাও আর ডাক্তারের কথামত কাজ কর।

[একে একে সবাই চলিয়া গেল ; অমলা ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল]

বৃদ্ধ—আর ভয় নেই তো মা ?

অমলা—না বাবা, এ যাত্রা বোধ হয় তোমার মেয়ে বেঁচে গেল। [বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল]

বৃদ্ধ—তোমাদের দয়া, মা, তোমাদের দয়া ! মা-মরা মেয়েটা আমার ; কেনা হয়ে রইলাম মা।

আরতি—মেয়ের কাছে যাও বাবা। এ শিশু আজ থেকে শিশুসদনে লালিত হবে ; ওর জন্য তুমি ভেবোনা। যখন ইচ্ছে হয় দেখে আস্‌বে। যাও তবে, ঘরে যাও। [বৃদ্ধ পায়ের ধূলি লইতে গেল] ছিঃ, এ কি করছ ? আমি যে তোমার মেয়ে ! [বৃদ্ধ চলিয়া গেল] অমলা, দেখলি তো ? এই আমার দেশ, রোগে, শোকে, দৈন্যে জর্জ্জরিত, পদে পদে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ; আর এই যে আমার কোলে দেখ্‌ছিস (চুমো খাইয়া)—এই আমার দেশের

নিরঞ্জন—তা হাড়ী-বাগ্দী অশুচি হবে কেন? অশুচি সব বামুন কায়স্থ;—
যত সব জাত-খোয়ানো ছোটলোক!

(৩)

অবগাহি আজ মুক্তি সলিলে গাহিয়া মুক্তি গান,
দাঁড়াবি আসিয়া জননীর কাছে মুক্তি-মন্ত্রে মহীয়ান;
বক্ষে যাদের পাষাণ চাপান, মুক্তি লভিবে তারা,
কোণে কোণে তাই জেগেছে সবাই, পড়েছে তাহারি সাড়া,
মন্দির-দ্বার খুলেছে এবার পূজারীরা পূজা আন্।
লক্ষ্য মোদের, ইত্যাদি।
বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্।

ভবতারণ—[গুড়গুড়িতে জোরে শেষ কয়েকটা টান দিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল] অসহ্য! অসহ্য এই অনাচার! ভবতারণ রায় এখনও জীবিত। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এ মন্দিরের অকালে দ্বারোদ্ঘাটন আর দশমীর নিশান্তে এ হঠকারিতার পরিসমাপ্তি। [সজোরে পায়চারি করিতে লাগিল; বাহির হইতে নিস্তারিণী ও সুলতার প্রবেশ। তাহারা আসিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন "আসি তবে, রায়দাদা" বলিয়া প্রস্থান করিল]

সুলতা—দেখ্‌লে না বাবা, কি চমৎকার সে দৃশ্য! কাতারে কাতারে লোক নিশান হাতে ৺উমাশঙ্কর-স্মৃতি দেবায়তনে মিলিত হয়ে এক সুরে যখন গেয়ে উঠ্‌ল ইচ্ছে হয়েছিল তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাই। শুধু কি যেন কোথায় বাধ্‌ল, পারলাম না। গাইলে অন্যায় হ'ত, পিসিমণি?

নিস্তারিণী—কিছু না, কিছু অন্যায় হত না। গাইতে পারলিনে কেবল ঐ ভাবে গাইতে অভ্যস্ত হস্‌নি বলে।

ভবতারণ—দিদি, তোমারও শেষটায় মাথা খারাপ হল? সুলু সহজ বুদ্ধিতে অন্যায় মনে করে যে কাজ করতে পারেনি, তাতে তাকে প্ররোচিত করছ? এ তোমার অন্যায়, নিতান্তই অন্যায়।

নিস্তারিণী—কেন অন্যায় আমায় একবার বুঝিয়ে দিবি, তারণ?

ভবতারণ—এ আবার বোঝাতে হয় নাকি? ঐ হাড়ি বাগ্দীগুলোর সঙ্গে ভবতারণ রায়ের কন্যা সুলু গাইবে গান? তা হলে ভগবান ওকে এ ঘরে জন্ম না দিয়ে ওদের ঘরে জন্ম দিলেন না কেন? এদিকে প্রাক্তন প্রাক্তন কর আর ওদিকে ঐ ছোটলোকদের প্রাক্তন ব্যর্থ করার জন্য তাদেরই সঙ্গে উঠে পড়ে লেগেছ যে দিদি! এ তোমার হল কি?

নিস্তারিণী—মাটি থেকে গাছের শিকড়, আকাশ থেকে তার পাতা রস আহরণ ক'রছে বলেই দেবতার প্রসাদী ফুলও ফুটে উঠ্‌বার সুযোগ পায়; তুইও ভুলে যাচ্ছিস তোদের তথাকথিত ভদ্র-সমাজ গাছের ফুল বই আর কিছুই নয়, আর যাদের ছোটলোক বলিস, তারা গাছের শিকড় আর পাতা। বিজু, বিজুর বৌ, দুজনায় গাঁয়ে যে কাজ সুরু করেছে, তাতে বাধা দিতে যাস্‌নে, তারণ। তাদের এ কল্যাণ প্রচেষ্টায় বাধা দিলে অন্যায় হবে!

ভবতারণ—এ যদি অন্যায় দিদি, তবে অকল্যাণ হল আমাদের চৌদ্দ পুরুষের সংস্কার? আমি তা মেনে নিতে পারবনা, তুমি যাই ভাব। [দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান]

নিস্তারিণী—তোর বাপকে নিয়েই মুস্কিল। যে একরোখা মানুষ, কখন কি করে বস্‌বে! ওকে সাম্‌লাই কি করে?

সুলতা—লোক সাম্‌লানই যে তোমার কাজ, পিসিমণি। [আঁচল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।]

[পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল বিদ্যাবিনোদ গুটিগুটি আসিতেছে] অসীম সৌভাগ্য আমার, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে, আসুন। [পদধূলি গ্রহণ]

বিদ্যাবিনোদ—আস্তে, আস্তে বিজন! দীর্ঘায়ুরস্তু। এখানে এসেছি স্মৃতিরত্নের কাণে একথাটা কোনওরকমে পৌঁছলেই আমি গেছি। তোমার এ পূজার পৌরোহিত্যে প্রাপ্তি কথঞ্চিৎ বেশী, তাই না এত সব কারসাজি?

বিজন—একি আর আমি বুঝিনে? কিন্তু বুঝেই বা ক'রছি কি?

বিজন—ওরে দুলাল, তামাক দে। বিদ্যাবিনোদ মশায় পায়ের ধূলো যখন একবার দিলেনই, একটু বস্‌তে হবে।

বিদ্যাবিনোদ—ওঁ হোঁ—বসা বিপজ্জনক।—তবে হ্যাঁ, প্রণামীর পরিমাণটা জান্‌তে পারলে—

বিজন—এ সমস্যা যে উঠ্‌বে, আগে তা ভাবিনি, কি পেলে আপনি খুসী হন?

বিদ্যাবিনোদ—অন্ততঃ বিশটি টাকার কমে কি তোমার যোগ্য প্রণামী হয়, বিজন!

বিজন—এবারকার পূজো সর্ব্বসাধারণের; যোগ্যতাও তাদেরই আমার নয়। তবে পূজো সমিতিকে বলে হয় তো ঐ প্রণামীর ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু আপনি কাল দিনের বেলায় একবার না এলে তো হবে না; সমিতি জান্‌তে চাইবে যে কোন্ কোন্ পণ্ডিতের পায়ের ধূলিতে এ পূজাপ্রাঙ্গণ ধন্য হল। [বিদ্যাবিনোদ নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন; অন্যদিক দিয়া স্মৃতিরত্নের প্রবেশ] স্মৃতিরত্ন মশাই, না? আসুন, আসুন! বড়ই সৌভাগ্য আমাদের। [পদধূলি গ্রহণ]

স্মৃতিরত্ন—দীর্ঘায়ুরস্তু! বিদ্যাবিনোদের মত একটি লোক এদিক দিয়ে চাদরে মুখ ঢেকে চলে গেল না যেন? ঔৎসুক্য হল, জেনে আসি ব্যাপার-খানা কি? সমাজের শৃঙ্খলা একবার দেখ্‌লে তো বাবা?

বিজন—শৃঙ্খলা থাক্ বা না থাক্, শৃঙ্খলের ঝনঝনানি যে কিছু কম আছে, তা তো মনে হয় না।

বিপুল—দাদা ! দাদা ! কৈ, দাদা এখানে নাই তো ! [বাড়ীর মধ্যে যাইবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় আরতি ফিরিয়া আসিল]

আরতি—আপনি ?—মা কেমন আছেন ?

বিপুল—(দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু সম্বরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায়) মাকে আর বাঁচাতে পারলাম না। দাদা কোথায় ? কেবলই তাঁকে দেখ্‌তে চাইছেন ; পারলাম না বুঝি দেখাতে। দয়া করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন কি ?

আরতি—তিনি যে ঠাকুর মশায়ের বাড়ীতে আগুন লেগেছে মনে করে সেইদিকে গেলেন !

বিপুল—মায়ের কাছে পিসীমাকে বসিয়ে রেখে এসেছি ; দয়া করে দাদাকে পাঠিয়ে দেবেন। শেষ-দেখা দেখ্‌তে হলে আর দেরী চল্‌বে না। [দ্রুত প্রস্থান ; আরতি একান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ; তাহার দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন—ধীরে ধীরে অগ্নিশিখার দিকে অগ্রসর হইল ; কয়েকজন লোকের প্রবেশ ; আরতি তাহাদের কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল]

১ম লোক—সইবে না ভাই, সইবে না ! এমনতর শয়তানি সইবে না !

২য় লোক—গঙ্গাঠাকুরের নাত্‌নির গায়ে হাত ?

৩য় লোক—তাঁর ঘরে আগুন ?

৪র্থ লোক—তেরাত্রিও যাবে না, তোমরা দেখে নিও !

১ম লোক—মেয়ে নাতো যেন আগুনের টুক্‌রো ; জ্বলে পুড়ে মর্‌তে হবে, অমন মেয়ের গায়ে হাত যে দিয়েছে !

২য় লোক—মেয়েকে ধরে নেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে ঘরে আগুন দিলে কেন ?

৩য় লোক—তা আর বুঝ্‌লে না ? ঠাকুরকে জব্দ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। রায় মশায় যে রকম দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ফেল্‌তে পারেন, দেখই না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় !

গঙ্গাচরণ—পাষাণি, ইচ্ছা তো পূর্ণ হলো ? তবে আর কেন মা, আর কেন ফেলে রেখেছিস্ ? সারাজীবন যার পূজা করে এলাম, তাঁর শেষ পরিচয় কি এই দু'মুঠো ছাই ? [দুইহাতে ছাই উড়াইতে উড়াইতে] নেই—কেউ নেই। উঃ—প্রাণ যে যায় !—সরলা, দিদিমণি আমার, ফিরে আয় ! আমার যে আর কেউ নেই রে। অন্ধের নড়ি আমার ফিরে আয় ! —কেমন করে সে ফিরে আস্‌বে ! পাষণ্ডেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে, না জানি কি অসহ্য অত্যাচার করছে ! এ কি করলি, মা ? ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—দিদিকে আমার ফিরিয়ে দে ! [দ্রুত মন্দিরের দিকে প্রস্থান ; দু'একজন করিয়া পুলিশ কনষ্টেবল, জমাদার ও দারোগা প্রভৃতিতে বহির্বাটির প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল ; নেপথ্যে কে গাহিয়া চলিয়াছে। গান প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, এমন সময় আরতি ও বিজন ফিরিয়া আসিল]

গান

আজি ঘন ঘোর আঁধিয়ার ঝটিকা হাঁকে,
দামিনী চমকি চলে মেঘের ফাঁকে।
দেয়া গরজনে গুরু শিশু হিয়া দুরু দুরু,
সভয়ে নয়ন মুদি মায়েরে ডাকে।
শুয়ে আছে মার কোলে, তরাসে গেছে তা ভুলে,
দু'হাতে জড়ায়ে গলা খুঁজিছে মাকে।

বিজন—এর মানে, দারোগা বাবু ?

দারোগা—মাফ করবেন, বিজন বাবু। অপ্রিয় কর্ত্তব্যের খাতিরে আপনার বাড়ী ঘেরাও করতে হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হ'লাম গঙ্গাঠাকুরের নাত্‌নি আপনার বাড়ীতেই লুকান আছে।

বিজন—অদ্ভুত সংবাদ নিশ্চয়ই। খুঁজে দেখুন। [ভবতারণ, স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব, বিদ্যাবিনোদ ও নিরঞ্জনের প্রবেশ ; মন্দিরের দিক হইতে গঙ্গাচরণের প্রবেশ]

ভবতারণ—প্রণাম ভট্চার্য্যি মশায়। ব্রহ্মার গ্রাস থেকে কিছুই রক্ষা পেল না শুন্‌লাম। বড়ই আপশোষের কথা। আরও শুন্‌তে পাই সরলা নাকি আপ্‌নার প্রিয় শিষ্য বিজন মিত্রের বাগানেই—

গঙ্গাচারণ—কি বল্লে ভবতারণ ? মিছে কথা অনেক বলেছ ; কিন্তু সাবধান ! বিধাতা কি সইবেন ? [অমলা ও বিপিনের প্রবেশ]

ভবতারণ—বিধাতা কি সইবেন, কার্য্যতঃই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আর এতো আমার নিজের মন-গড়া কথা নয় ! লোক-মুখে যা শুনেছি তাই বল্‌লাম। আমাকে বিশ্বাস না করেন, দারোগা বাবুকেই একবার প্রশ্ন করে দেখুন না কেন ?

বিপিন—দারোগা বাবু ? তিনি তো (পকেট দেখাইয়া) "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" [সহসা বাগানের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল ; সকলেই সেদিকে যাইতে উদ্যত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে সরলার সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া কয়েকজন কনষ্টেবল নিয়া আসিল ; গঙ্গাচরণ ভিড় ঠেলিয়া "সরে যা, সরে যা—দিদি বেঁচে আছে তো ?" বলিতে বলিতে তাহার মাথা কোলে নিয়া বসিল]

দারোগা—(তাহার নিকটে আসিয়া) অস্থির হবেন না, ঠাকুর মশায় !

গঙ্গাচরণ—লোকগুলি একটু সরিয়ে দিন্ না দারোগা বাবু ! দিদি যেন আমার লজ্জায় মরে আছে।

নিরঞ্জন—বিজন মিত্রের বাগানে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল ছিল যে !

গঙ্গাচরণ—কে রে ? কোন্ পাষণ্ড এ কথা বল্লে ? মা দুর্গা, যদি ব্রাহ্মণ হই, আর তুই যদি সত্যিই থাকিস্, এ মিথ্যাবাদীর জিহ্বা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে খসে পড়ে।

সরলা—[চোখ মেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে] ছিঃ দাদু, মানুষকে এম্‌নি করে অভিসম্পাত করতে হয় ?

গঙ্গাচরণ—মানুষ ? মানুষ কোথায় দিদি ? এ কি মানুষের কথা ?

সরলা—আমায় ঘরে নিয়ে চল, দাদু। [উঠিতে চেষ্টা করিল ; আবার শুইয়া পড়িল ; আরতি ও অমলা খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল ; দু'জনে সরলার কাছে আসিল ; আরতি বলিল]

আরতি —আপনিই বুঝি দারোগা ? এ মেয়েটিকে এখানে এম্‌নি করে কতকগুলি নির্লজ্জ চোখের সাম্‌নে ফেলে রাখতে একটুও সঙ্কোচ হল না ? নিজের মা বোন নেই ?

দারোগা—মেয়েটির জবানবন্দী ক'রতে হবে।

আরতি—তা করতে হয়, পরে করবেন। মেয়ে আগে সুস্থ হোক্ তো। সরলা, আয় তো ! অমলা ! [সরলাকে সন্তর্পণে উঠাইল ; আরতি ও অমলার কাঁধে ভর করিয়া সরলা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল ; বিজন এবং গঙ্গাচরণও তাহাদের অনুসরণ করিল]

দারোগা—[ভবতারণের কাছে আসিয়া] রায় মশায়, এক গুলিতে দুই বাঘ শিকার, আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

ভবতারণ—মানে ?

দারোগা—মানেটা অস্পষ্ট নয়। শুনুন ! [দুজনে এক পার্শ্বে সরিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল ; ভবতারণ হাসিতে হাসিতে আবার অন্য সকলের নিকটে আসিল ; দারোগাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল]

ভবতারণ—তদন্ত সুরু হ'লেই দেখ্‌বেন প্রমাণ আছে কি না। এটাতো ঠিক মেয়েটির উদ্ধার হ'ল বিজন মিত্রের বাগান থেকে ! [বিজনের প্রবেশ]

বিজন—কাজেই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হ'ল বিজন মিত্রই অপরাধী ! কি চমৎকার অকাট্য যুক্তি !

দারোগা—(গম্ভীরভাবে) ব্যাপারটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, বিজন বাবু।

মনে হয়, শুধু মায়ের মৃত্যুই নয় ; দাদার গ্রেপ্তারের জন্যও এ হতভাগা দায়ী !

নিস্তারিণী—দাদার গ্রেপ্তারের জন্য তুই দায়ী হতে যাবি কেন ?

বিপুল—গাঁয়ের এ দলাদলিতে আমাদের দু' ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি কোন সাহায্যই করে নাই মনে কর ? দাদাকে যে মিছে মাম্‌লায় জড়ান হয়েছে, আমার কোন সন্দেহ নেই। যদি কিছু না মনে কর, পিসিমা, এটাও আমি বল্‌ব যে জ্যেঠামশায় এ ষড়যন্ত্রের নায়ক। আমার দায়িত্ব এটুকু যে দাদার কাছ থেকে সরে না দাঁড়ালে এ বিপদে হয়তো তিনি পড়তেন না ; পড়লেও তার কতকটা অংশ অন্ততঃ আমি নিতে পারতাম ; আর দাদাও, মা বেঁচে থাক্‌লে, অথবা আমি পাশে দাঁড়ালে এমন করে হাজতে চলে যেতেন না।

সুলতা—বাবা বিজুদাকে মিছে মাম্‌লায় জড়িয়েছেন ? না, না, বিপুল দা, এ তোমার কল্পনামাত্র।

বিপুল—তুমি কি তা হ'লে এই মনে কর সুলু যে দাদা নিজেই ঠাকুরমশায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাঁর নাত্‌নিকে নিজ বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন ?

সুলতা—না, না, তা কেন মনে করতে যাব ? সে যে একেবারেই অসম্ভব !

বিপুল—যদি তাই হয়, এ গাঁয়ে এমন কে আছে যে একাজ করতে যাবে ? এ শুধু দুঃসাহসিকতা নয়, অমানুষিক অত্যাচার ; এর প্রতিকার মানুষের হাতে না থাকলেও আছে সেই অদৃশ্য বিচারকের হাতে, চির-জাগ্রত যাঁর দৃষ্টি ! (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিস্তারিণী ও সুলতা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল) পিসিমা, জ্যেঠামশায়ের দেওয়া এ দুধ-ঘি আমার সইবে না, তার চেয়ে যদি বিষ পাঠিয়ে দিতেন—

নিস্তারিণী—ওরে থাম্ থাম্ ! আর যে সইতে পারছিনে ! সুলু, তুই এখন বাড়ী যা মা ; আমি আস্‌ছি।

সুলতা—বাবা বিজুদাকে জেলে পাঠালেন ? সত্যি, পিসিমা ?

নিস্তারিণী—(রাগতঃ) তুই যা নারে এখন বাপু ! সত্যি মিথ্যে জানেন ভগবান, আর জানে যারা এ কাজ করেছে !

সুলতা—(যাইতে যাইতে) বাবা শেষটায় বিজুদাকে জেলে পাঠালেন ? (প্রস্থান)

নিস্তারিণী—তোর খাওয়ার জিনিষ তারণের বাড়ী থেকে আসছে না ; এ যে তোর নিজ ঘর থেকেই আস্‌ছে ! তোর বৌদি—

বিপুল—আমার বৌদি ? (মাথা নত করিল) তুমি সব কথা জাননা পিসিমা ; তাই বলছ !

নিস্তারিণী—এ আবার কি বলছিস্, বিপুল ? তবে কি আরতিকে বিজন বে' করেনি ?

বিপুল—পিসিমা, তুমিও দাদার উপর শেষটায় অবিচার করলে ? তিনি ওরকম নন্ !

নিস্তারিণী—তবে আবার কি করেছে সে যাতে তুই বৌদিকে বৌদি বলতে লজ্জায় মাথা নত করছিস্ !

বিপুল—সে কথা এখন থাক্ পিসিমা !

নিস্তারিণী—জানি না কি রহস্যের ইঙ্গিত তুই করছিস ! বড় ভাইয়ের বিবাহিতা পত্নী হিসাবে একবার নয়, একশোবার বলব সে তোর বৌদি এবং সে দাবীর জোরেই তোর খাওয়ার জিনিষ আরতি পাঠায়। নিজের নাম করে পাঠায় না, কারণ পাঠালে তোর ঘুমন্ত বিদ্রোহ আবার মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠতে পারে !

বিপুল—তাকে যে অপমান করেছি, পিসিমা, তার পরেও আমার কথা সে ভাব্‌ছে !

নিস্তারিণী—ভাব্‌ছে বৈ কি ? আর শুধু কি তোর কথাই ভাব্‌ছে ? এ অঞ্চলে দীন দুঃখী এমন কেই বা আছে যার কথা দিনরাত ঐ মেয়েটি ভাব্‌ছে না ?

বিপুল—কেউ কেউ এ কথাও বল্‌ছে নাকি যে বিপিন হালদারের স্ত্রীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে ; তাই নাকি তাকে সমাজে চালু করার চেষ্টা হয়েছে !

নিস্তারিণী—বলছেই তো ; আরও দশগুণ বাড়িয়ে হয় তো দুদিন পরে বল্‌বে। কিন্তু বল্‌লেই তাতে কান দিতে হবে না কি ! আর কান দিলেই তাতে বিশ্বাস করতে হবে নাকি ? প্যাঁচার চোখ দিয়ে দিনের আলো যাচাই করতে যাস্‌নে বিপুল !

বিপুল—নিন্দুকের কথায় কান নাই-বা দিলাম, পিসিমা কিন্তু এক নিমেষে কেমন করে ভুলে যাব বাবা দাদা চৌদ্দপুরুষের সংস্কার ?

নিস্তারিণী—ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন এখানে একান্তই অবান্তর ! পুরুষানুক্রমে যা চলে আস্‌তে আস্‌তে আমাদের রক্তধারায় মিশে গেল, ভুল্‌তে চাইলেই তা ভোলা যায় না ! তবে এমন সময় আসে যখন সংস্কারের যথাযথ সীমা নির্দ্ধারণ করে নিতে হয় বৈ কি। এর বাঁধান রাস্তা ধরে ততক্ষণই চলা যায় যতক্ষণ চলার প্রয়োজন খাওয়াপরার মতই নিত্য নৈমিত্তিক। রোজ যা ঘটে না, এমন অবস্থায় পড়লে হয় ভেতরকার তাগিদে, নয় বাইরের আঘাতে অভ্যস্ত পথ ছেড়ে দিয়ে নূতন পথ কেটে চলতে হয় ; আর তা হয় বলেই মানুষের ইতিহাস এত বিচিত্র !

বিপুল—অভূতপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশে সংস্কার থেকে কোন আলোই কি পাইনে, পিসিমা ?

নিস্তারিণী—কেন পাব না, বাবা, যথেষ্ট পাই। কিন্তু ঐ জিনিষটিই আমাদের আঁধার ঘরের একমাত্র আলো নয়। ঝাড়বাতির একটি ছাড়া সব গুলি দীপ নিভিয়ে দিলেই কি নাটমন্দিরের সমগ্র রূপ চোখে পড়ে ?

বিপুল—সমাজের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে জীবনের খণ্ড মূর্ত্তিটাই তো চোখে পড়ে ; সেখানে তার সমগ্র রূপ কেমন করে দেখ্‌ব ?

নিস্তারিণী—ঐ খণ্ড মূর্ত্তি যেখানে জীবনের সমগ্র রূপের প্রতিবিম্ব না হ'য়ে, হয়ে দাঁড়ায় তার বিকৃতি, মানুষের কাছ থেকে যখন সে ঐ সমগ্র রূপকে আড়াল করে রেখে দেয়, তখনই মানুষের সমাজে জীবনের পরাজয়। বিপুল, যেদিন থেকে হিন্দু সমাজ জীবনের এই বিকৃতিকেই সনাতন সত্য মনে করে

চতুর্থ দৃশ্য

[ভবতারণ রায়ের বৈঠকখানায় সভা বসিয়াছে ; স্মৃতিরত্ন সভাপতি ; মুণ্ডিতমস্তক বিপুল একদল ছাত্র সহ সভার এক কোণে বসিয়া আছে। ভবতারণ স্মৃতিরত্নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে]

ভবতারণ—আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন সমাজ, শত সহস্র বর্ষের শত সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও স্বীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্রকারগণ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যে ব্যবস্থার জন্য ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজ আজও সকলের নিকট,—এমন কি পাশ্চাত্ত্য ম্লেচ্ছ জাতির কাছে পর্য্যন্ত—

জনৈক ছাত্র—(উঠিয়া) যথা,—একজন বলে গেছেন, ভারত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও হাতীর জন্য বিখ্যাত।

দ্বিতীয় ছাত্র—যথা—"গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ"

স্মৃতিরত্ন—আরে চুপ্, চুপ্! আজকাল ছেলেগুলো হ'ল কি ?

কাব্যার্ণব—অমৃতং বালভাষিতম্!

ছাত্রগণ সকলে—Order—Order !

ভবতারণ—কি পর্য্যন্ত বলা হয়েছে ?

প্রথম ছাত্র—আজ্ঞে, 'পর্য্যন্ত' পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় ছাত্র—পাশ্চাত্ত্য ম্লেচ্ছ জাতির কাছে পর্য্যন্ত !

ভবতারণ—হ্যাঁ, ঠিক্—পাশ্চাত্যের কাছে পর্য্যন্ত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা কি সেই সব সনাতন বিধান, রীতি, নীতি, আচার পদ্ধতি অটুট রাখ্‌তে চান ?

বিপুল ও ছাত্রগণ ব্যতীত সকলে—চাই, অবশ্যই চাই !

ভবতারণ—তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে—

নিরঞ্জন—সভাপতি মহাশয়, সভায় কিঞ্চিৎ তাম্রকূট পানের ব্যবস্থা হইতে পারে কি ?

কাব্যার্ণব—বিরত হও, নিরঞ্জন। (নস্যি গ্রহণ)

ভবতারণ—তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যারা সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, তাদের কি শাস্তি বিধেয় !

নিরঞ্জন—সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় বক্তা এবার সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছেন ; কিন্তু আপনি-ই একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি সভাস্থলে তাম্রকূটের ব্যবস্থা না হইলে ভাবিয়া দেখা কি সুকঠিন। আমার মতে বক্তার অম্বুরী তামাকটা আনাইবার আদেশ হইলে সকলেরই মস্তিষ্কের দরজা একটু তাড়াতাড়ি খুলিত। কি বলেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ?

বিদ্যাবিনোদ—নিরঞ্জন সেন যাহা বলিতেছেন, আমার মতে তাহা খুব যুক্তিসঙ্গত !

স্মৃতিরত্ন—রায়দাদা, তামাকটা তাহলে আনান হোক !

ভবতারণ—ওরে শম্ভু ! [ডাকিতেই শম্ভুচরণ তামাক নিয়া হাজির হইল ; প্রথমেই স্মৃতিরত্ন হাত বাড়াইয়া হুঁকা নিয়া তাম্রকূট সেবনে রত হইলে সভাস্থলে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিল]

প্রথম ছাত্র—নোট করে নে ত' রমেশ, একটা নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ আবিষ্কার করেছি—তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকূপের দরজা খোলে !

দ্বিতীয় ছাত্র—কোন কোন স্থলে গাঁজার ধোঁয়ায় আরও তাড়াতাড়ি খোলে না ?

ভবতারণ—সমাজদ্রোহীর শাস্তি বিধান অবশ্য প্রয়োজনীয় ! নয় কি ?

বিপুল ও ছাত্রগণ ব্যতীত সকলে—নিশ্চয়, নিশ্চয় !

ভবতারণ—বর্ত্তমানে যাহাদের সম্বন্ধে এ আলোচনা, স্বয়ং ভগবান মানুষের হাতে তাহাদের কথঞ্চিৎ দণ্ডবিধান করিয়াছেন। একজনের যথাসর্ব্বস্ব অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছে ; যাহার পৌরোহিত্য করিবার জন্য সে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিল, ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়াছিল, ভদ্রমণ্ডলী, তাহারই বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার বিধবা পৌত্রীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে !

কেন ? আর যদি সেই ভগবানটির সঙ্গে কোন কালে সাক্ষাৎকার হয় তোমাদের, তাঁকে প্রশ্ন করে দেখো তো তোমাদের যত নেতার হাতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করে বেশ আরামে ঘুম দিচ্ছেন, না ভাবছেন তোমাদের দিয়ে তাঁর কাজ সুবিধামত চল্‌ছে না বলে শীঘ্রই তোমাদের জবাব দেবেন ?

স্মৃতিরত্ন—কথাটা যে ক্রমশঃই অবোধ্য হয়ে আসছে ?

গঙ্গাচরণ—তা আর আসবে না ভায়া ? যক্ষ্মারোগী কি কখনও বুঝতে পারে, না বুঝতে চায় তার দিন ফুরিয়ে এসেছে ? তা যাই হোক্, আমাকে একঘরে করার জন্য যে সভা জমিয়েছ তার ফলাফলটা আমায় জানিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম।

ভবতারণ—এতদঞ্চলে আজ হতে আপনি একঘরে।

গঙ্গাচরণ—ঘরই যার নেই, তাকে একঘরে করার প্রাণপণ চেষ্টা যে তোমাদের ব্যর্থ হয়নি, শুনে সুখীই হ'লাম। [হঠাৎ দূরে নদীর ভাঙ্গন শব্দ শোনা গেল] শুন্‌লে ? জমিদার, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সবাই শুন্‌লে তো ? ঐ আস্‌ছে—কালের প্রবাহের মত যমুনা নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আস্‌ছে তোমাদেরও ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। একটা দীন দুঃখী ব্রাহ্মণের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে নিরাশ্রয় করে ভেবেছিলে ধর্ম্মের ধ্বজা উঁচিয়ে তুল্‌লে, সমাজের সনাতন প্রথা বজায় রেখে নিজেদের ঘরের ভিত্তি পাকা করে নিলে। আস্‌ছে, ভাই, ঐ ঘর ভাঙ্গানো ঘুম ভাঙ্গানো গান গেয়ে যমুনা আস্‌ছে,—পৃথিবীর পুরান মাটি ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে গৃহহারা নিরাশ্রয় ক'রে তার জীর্ণ সভ্যতা নূতন মাটিতে নূতন করে গড়ে তুল্‌তে রণরঙ্গিণী ঐ ধেয়ে আস্‌ছে। শুন্‌ছ না তার চরণ-ধ্বনি ? ঐ-ঐ-ঐ ! [অশ্রান্ত ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল ; গঙ্গাচরণ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল]

ভবতারণ—উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ নাকি ?

কাব্যার্ণব—ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

স্মৃতিরত্ন—ধার্ম্মিক বলে যে দারুণ অভিমান ছিল, এতদিনে তা ভাঙ্গল।

[নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তারিণী—যারা তাঁর পায়ের ধূলিরও যোগ্য নয়, তাদের পক্ষে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। ওরে ভবতারণ, তোর বাড়ীতে যে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে আজকাল! কেন এসব বিট্‌লে বামুনদের আদর করে ডেকে আনিস? এরা যে তোর সর্ব্বনাশ করছে, বুঝতে পারিস না কেন?

ভবতারণ—তুমি যে কাকে কি বল দিদি? এখন বাড়ীর মধ্যে যাও, আমার কাজ আছে এদের সঙ্গে।

নিস্তারিণী—কাজ যে কি আমার অজানা নেই। বিজুকে তোরাই সবাই মিলে জেলে পাঠালি, একথা আজ বলছে না কে? আজ বিপুলকেও মেরে তাড়ালি। ৺গুরুদাস যে তোকে বড় ভাইয়ের চেয়েও বেশী সম্মান করত; এমনি করে তার স্মৃতির অপমান করলি? ছিঃ, ভবতারণ, তুই হলি কি? পণ্ডিত মশাইদেরও বল্‌ছি, আপনাদের কি আর কোন কাজকর্ম্ম নেই? পরের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন; নিজেদেরটা দেখ্‌তে গেলে যে এক একখানা মহাভারত হয়ে ওঠে। আর যদিই বা এ অভাগা সমাজের জন্য ভেবে ভেবে আপনাদের ঘুম হয় না, এ বাড়ীতে কেন? আর কি কোথাও জায়গা মেলে না?

স্মৃতিরত্ন—এবার উঠতেই হ'ল রায়দাদা! নিস্তারদিদির যে রণচণ্ডী মূর্ত্তি! তুমি ডেকেছিলে বলেই না এসেছিলাম! চল হে চল, কাব্যার্ণব, বিদ্যা-বিনোদ! [স্মৃতিরত্ন, কাব্যার্ণব ও বিদ্যাবিনোদের প্রস্থান]

ভবতারণ—এম্‌নি ক'রে এঁদের অপমান ক'র্‌লে দিদি!

নিস্তারিণী—সত্যি কথা বল্‌লেই যদি অপমান করা হয়, বেশ ক'রেছি! এরা যে তোর ঘাড়ে শনি ঠাকুরের মত চেপে বসে আছে! আমি থাক্‌তে কিছুতেই আর এ বাড়ীতে এ সব হতে দিচ্ছিনে, মনে থ'কে যেন!

ভগবানে কেন্দ্রীভূত ক'র্‌তে পারে, তখন তার ইহকাল পরকাল থাকে না ; কালের স্রোত তার কাছে এসে থেমে যায়। শিখিয়ে দাও পিসিমা, কেমন করে সে স্রোতটা আমার প্রাণের কাছে হার মেনে যাবে !

পঞ্চম দৃশ্য

[৺গুরুদাস মিত্রের ভদ্রাসন : বিপুল, ভবতারণ, নিরঞ্জন, আদালতের পেয়াদা]

নিরঞ্জন—কিহে বাপু, এখন যে বড় চুপ ! ওহে পিয়ন, ভাঙ্গ ঘর, মার লাথি।

[ঘরের দরজায় লাথি মারিল]—যত সব—

বিপুল—লাথি দেবেন না বল্‌ছি। আপনার কাছে এ কুঁড়েখানা কাঠখড়ের সমষ্টি হলেও আমার বাপমায়ের স্মৃতি এতে জড়ান। তুমি একটু অপেক্ষা কর পিয়ন। বাবা ও মায়ের ছবি দু'খানা বের করে আনি ; তারপরে যা' ইচ্ছা হয় কর। [ঘরের মধ্যে প্রবেশ ; বামসদয়কে নিয়া আরতির প্রবেশ]

আরতি—এ বাড়ীর দখল দিচ্ছ কাকে ?

পিওন—আজ্ঞে এঁকে (ভবতারণকে দেখাইয়া দিল)

আরতি—অন্যের ভদ্রাসন আত্মসাৎ করে আপনার লাভ ? নিজ বাড়ীতে তো আপনার স্থানাভাব নেই !

ভবতারণ—এতে আমার লাভ কি লোকসান সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি ; দখল নিতে এসেছি—দখল নেব।

নিরঞ্জন—আলবৎ নেব, একশোবার নেব।—যত সব—

আরতি—আদালতের নির্দ্দেশ আপনার অনুকূলে ; তাই আপনার কাছে এটুকু অনুগ্রহ চাইছি যে আপনার দাবীর অতিরিক্ত কিছু টাকা নিয়ে এ বাড়ীখানা মুক্ত করে দিন। আমার ৺শ্বশুর মহাশয়ের স্মৃতি হিসেবে

আমার কাছে এ ভদ্রাসন অমূল্য। আশা করি আমার এ অনুরোধ খুব অসঙ্গত নয়।

ভবতারণ—নিশ্চয়ই অসঙ্গত! চাঁদ, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেখব কোথায় গিয়ে দাঁড়াও।

আরতি—(স্মিত মুখে) যে ধরণের একগুঁয়ে লোক উনি কিছুটা শিক্ষা হওয়া ওর ভালই।

নিরঞ্জন—এবার ভাল রকমেই হবে। ঘর ভাঙ্গো না কেন?—যত সব—

আরতি—অপেক্ষা কর পিওন। এ ঘর তোমায় ভাঙ্গতে হবে না।

নিরঞ্জন—অপেক্ষা কিসের, কার জন্য? আদালতের পিওন তুমি, আদালতের হুকুম তামিল কর। কার ভয়ে থেমে আছ?—যত সব—

পিয়ন—আজ্ঞে, ভয় কারও নেই। তবে মা যা বলছেন, তা ভাল কথাই। তাই দেখছি।

নিরঞ্জন—ভালমন্দ ভাববার ভার তোমার উপর বর্ত্তায়নি, পিওন। মার লাথি! —যত সব—

আরতি—রামসদয়, ওকে থামাতো! ওর এ প্রচণ্ড লাথি এ কুঁড়েখানা সইবে কেন? [রামসদয় নিরঞ্জনকে আগুলিয়া দাঁড়াইল; বিপুল দুখানা মাঝারি রকমের ফটো ও একঝুড়ি বাসন প্রভৃতি নিয়া বাহির হইয়া আসিল;]

ভবতারণ—কি হে বিপুল, মতলবখানা কি? মা বেঁচে থাকতে তো ভাইকে ভাই-এর বৌকে পাত্তাই দিলে না, পৃথক করে রাখলে। ভাই জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদির সঙ্গে জুটলে।

বিপুল—যা তা ইঙ্গিত করবেন না, জ্যেঠামশায়। গুরুজন আপনি, কিন্তু জিহ্বা সংযত না করলে আপনার সম্মান রক্ষা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

নিরঞ্জন—রায়দাদাকে ভয় দেখাচ্ছ? এত সাহস? এঁ্যা?—যতসব—

সুলতা—যা হল না তার জন্যে তোমায় দায়ী কেউ করছে না ; কিন্তু যা হতে পারে সে প্রতিশ্রুতি তোমায় ভাঙ্গতে দেব না কিছুতেই। বাবা তোমার সর্ব্বহারা অভাগিনী তোমার কাছে আজ সে পুরান দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে।

ভবতারণ—অদেয় তোকে কিছুই নেই, মা। দুঃখ রইল দেওয়ার মত কিছুই দিতে পারলুম না। থাক তবে, তোর কথাই থাক। পিওন, এ বাড়ীর দখল আমি চাই না। লিখে দাও আমার সমস্ত পাওনা বুঝে পেয়ে এ বাড়ী আমি ছেড়ে দিলাম।

পিওন—সাক্ষী ?

ভবতারণ—(অন্যমনস্কভাবে) সাক্ষী ? সাক্ষী ভগবান ! লতা, আমি যাই ! আমার পা কাঁপছে ; মাথা ঘুরছে, বুক দুরুদুরু করছে। মনে হয়, পৃথিবীটা পায়ের নীচে দুলছে। [টলিতে টলিতে প্রস্থান]

পিওন—আসি তবে মা ! [নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল]

বিপুল—ভাল করলে না, লতা। জ্যেঠামশায় এ আঘাত সইতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

সুলতা—পারবেন বিপুলদা ! বাবা তো চিরদিন এমন ছিলেন না। পুরোন মানুষটি তার স্নেহের মধ্যে আজ জেগে উঠেছে : আমি তাঁকে প্রকাণ্ড একটা অধর্ম্মের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

বিপুল—আমায়ও যদি এমনি করেই কেউ বাঁচিয়ে দিত যখন রাস্তার মোড়ে ভুল পথটাই বেছে নিয়েছিলাম।

সুলতা—সে কি ? তুমিও আবার ভুল কর নাকি ? আর ভুল করলেও স্বীকার কর ?

বিপুল—সত্যি, একদিন নিজকে অভ্রান্ত বলে মনে করতাম। সে দিন আর নেই। অদৃষ্টের চাকাটার তলায় পড়ে দৃষ্টি যেন ফিরে পেয়েছি ; বুঝেছি, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সব চেয়ে বড় মানুষের প্রাণ। তার পূর্ণ বিকাশ

আরতি—আপাততঃ ওটা মুলতুবী রইল ; কাজ দেখে বোঝা যাবে এখন ! বিপিনবাবুকে দিয়ে এ বাড়ীটা আমাদের সকলের থাকবার উপযোগী করে নাও যত শীগ্‌গির পার ; তোমার দাদার ইচ্ছা ঐ বাড়ীটা স্কুল প্রভৃতির জন্য একেবারে ছেড়ে দেন্‌।

বিপুল—বেশ তো ! দেখ্‌ছি কি করা যায় ! [প্রস্থান]

সুলতা—বৌদি, তোমার কাছে দীক্ষা নিতে এসেছি ; দেবে ?

আরতি—(জড়াইয়া ধরিল) দীক্ষা ! আমার কাছে ?

সুলতা—হ্যাঁ, তোমারই কাছে, তোমারই ব্রতে।

আরতি—সত্যি ? এ যে স্বপ্নাতীত !—এতো আমারই পরম সৌভাগ্য বোন্‌ !

সুলতা—তোমার সৌভাগ্য কি না জানি না ; তোমার বিরাট কল্যাণ প্রচেষ্টায় নিজের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করতে চাইছি নিজেরই জন্য !—তুমি দেবী, তোমার কাছে কিছুই লুকোব না। নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। গোড়ায় ভাব্‌লাম কাশী চলে যাব ; পারলাম না, কোথায় যেন বাধ্‌ল। পিসিমা যেতে চাইলেন, তাঁকেও বাধা দিলাম নিজেরই জন্য। তাঁর সঙ্গ, তাঁর প্রাণঢালা স্নেহ আমার অমূল্য পাথেয়।

আরতি—জ্যেঠামশায় কি তোমায় এতে যোগ দিতে অনুমতি দিবেন ?

সুলতা—সে দায়িত্ব আমার। তুমি আমায় চালিয়ে নিও শুধু। কখনও যদি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি, আমায় স্মরণ করিয়ে দিও, আমার জীবনের একমাত্র ব্রত সেবা ; ভোগের প্রলোভন আমার জন্য নয়।

আরতি—তোমার দাদা—

সুলতা—বিজুদা ? তিনি সুখী হবেন বৈ কি ? তবে বৌদি, আমাদের দুজনকেই তুমি ঠিক পথে চালিয়ে নিও। যদি নাই পার, ক্ষতি তোমারই !

আরতি—(হাসিয়া) সে ভয় আমার নেই বোন্! এবার তবে চল, দুজনে মিলে পিসিমা আর জ্যেঠামশায়কে প্রণাম করে আসি। [হস্ত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম] আর প্রণাম করছি, তোমায়, বাবা! একদিন বলেছিলে সব সমাজেই মানুষ মাত্রেই পরস্পর এমনভাবে জড়িত যে কেউ পারে না নিজের ক্ষতি না করে অন্যের ক্ষতি করতে; কেউ পারে না নিজেকে ঊর্দ্ধে তুলে ধর্‌তে সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও না তুলে। "যারা তোদের ছাড়্‌বে তাদের তোরা ছাড়িস্ নে; যে আস্‌বে শত্রুভাবে তাদের করে নিবি আপন।" এই ছিল তোমার নির্দ্দেশ! বাবা, আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার এ নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান]

বিপিন—আপনি যদি এ অধমদের পক্ষ না নিতেন গোড়া থেকে, তবে স্থলতা কি করত ?

গঙ্গাচরণ—কেউ কিছু করতে পারত না, বিপিন, দয়াময়ের দয়া না হলে ! করার যা তিনিই করেন ; মানুষ উপলক্ষ মাত্র।

বিপিন—যা বলেছেন, দাদাঠাকুর ; [ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম] তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আশীর্ব্বাদ করুন, দাদাঠাকুর, যেন সৎপথে থাকতে পারি। [অমলা ও বিপিন আবার গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া ও বিজনকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিজন অমলা ও বিপিনের দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহারা অদৃশ্য হইল]

বিজন—যতই একে দেখ্‌ছি মনে হচ্ছে লোকটি সুবিধের নয় ; ভয়ঙ্কর শঠ।

গঙ্গাচরণ—কাচোঽপি কাঞ্চন সঙ্গাদ্ধত্তে মারকতীদ্যুতীঃ। কালো একদিন আলো হয়ে ফুটে উঠ্‌বে এই তো আমাদের আশা ; আর এই না আমাদের ব্রত ? নিজে ভাল হলে অনেক মন্দের রং বদলে দেওয়া যায়, বাবা ! [আরতি ও বিপুলের প্রবেশ। তাহারা গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া বসিল] বড়ই খুসী হয়েছি, মা ; গাঁয়ের লোকের মন রাতারাতি ভোজের বাজির মত বদ্‌লে গেল। এবার তোমরা সত্যিকার কাজে মন দিতে পারবে :

আরতি—আমিও তাই ভেবেছিলাম ; কিন্তু বিপিনবাবু যে রকম করে চুরি কর্‌ছেন, তাতে তাঁকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে না দিলে আসল কাজ করাই শক্ত হবে।

বিপুল—হিসেবপত্র যা একটু দেখেছি, মনে হয় লুট করছে লোকটা।

আরতি—তুমি বিদ্যাপীঠের কাজ ছাড়াও অন্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দিকটার সব ভার নাও :

বিপুল—আমার আপত্তি নেই ; তবে দাদার উপর এ' কাজটা দিলেই ভাল হয়।

বিজন—না বিপুল, ও সব আমার চেয়ে তুইই ভাল পার্‌বি ; আমি একটা কাজ হয় তো ভাল পার্‌ব—সে হল দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সমপর্য্যায়ে

মেলামেশা করে নানা সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা।

আরতি—অর্থাৎ যা কিছু কাজ তোমরা কর, বক্তৃতাটা আমি কর্‌ব! এই তো? তা বেশ!

[নিস্তারিণী ও সুলতার প্রবেশ; তাহারা গঙ্গাচরণের পদধূলি লইয়া বসিল]

গঙ্গাচরণ—যাওয়ার আগে সবাইকে আশীর্ব্বাদ করছি যেন শান্তি পাও!

নিস্তারিণী—তারণকেও সে আশীর্ব্বাদ করুন! তাকে ক্ষমা করুন! লজ্জায় সে এল না!

গঙ্গাচরণ—ক্ষমা করার মালিক তো আমি নই দিদি! তবে ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর্‌ছি তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন; আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি সেও যেন শান্তি পায়!

বিজন—জ্যেঠামশায় আপনাকে এত নির্য্যাতন করেছেন, তবু তাঁর জন্য এ প্রার্থনা কর্‌তে পার্‌লেন, তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌লেন?

গঙ্গাচরণ—কেন পার্‌ব না, বাবা! নির্য্যাতন ছিল আমার ললাটলিপি; যারা করেছে তারা নিমিত্ত মাত্র! তাদের সকলকেই তিনি ক্ষমা করুন!

নিস্তারিণী—এ আশীর্ব্বাদ যাদের কর্‌ছেন, তাদের ছেড়ে না গেলেই কি হ'ত না! তারা যে কত দুর্ব্বল, কত অসহায়, বুঝ্‌তে আর বাকী নেই আপনার! যখন তারা আপনাকে নিগৃহীত করেছে, রাগ করে ছেড়ে যান্‌নি; আজ তাদের প্রতিকূলতা অনুতাপে পায়ে লুটিয়ে পড়েছে; কেন তবে চলে যাবেন? কেন তাদের আপনার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন?

গঙ্গাচরণ—তোমার কাছে তো এ' প্রশ্ন আশা করিনি, দিদি! এখানে যতদিন আমার কাজ ছিল, গাঁয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিল! সে বন্ধন আজ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ওপারের ডাক কানে অহরহঃ বাজ্‌ছে; তাই সব ছেড়ে চলেছি। আর মায়া বাড়িও না, নিস্তার! এতদিন ছিল আমার বাড়ী, আমার ঘর,

পেয়ে পিছু হঠ্‌লে চল্‌বে না ; মনে রাখ্‌তে হবে আমরা অমৃতের সন্ততি, ভাঙ্গাগড়ার, সুখদুঃখের উর্দ্ধে ! দেখ্‌ছ না যমুনা কেমন করে ভালমন্দ, পবিত্র অপবিত্র যা কিছু পাচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে তারই থেকে নূতন সৃষ্টির উপাদান রচনা ক'রছে ! তার কাছে ভাল মন্দ বিচার নেই ; সবই সৃষ্টির উপকরণ মাত্র ! এ সৃষ্টি মানুষের জড়তার সঙ্গে তার চিৎশক্তির সংগ্রাম। এ সংগ্রামে মনুষ্যত্বের অনুকূলেই আত্মনিয়োগ করো ! মনে রেখো, সমাজ মানুষের সৃষ্টি, মানুষ ভগবানের ! মানুষের যে সাধনা, তার অনুপ্রেরণাও তাঁরই ! দেখো যেন অন্তরের দুর্ব্বলতায় সে প্রেরণা কখনো আচ্ছন্ন হ'য়ে না পড়ে ! মনের আকাশ স্বচ্ছ রেখো সবাই, স্বচ্ছ রেখো ! [সকলে পদধূলি লইল ; গঙ্গাচরণ তাহাদের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল ; তার পরে সরলার কাঁধে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল ; অন্য সকলেরও প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মাতৃ-সদনের অফিস ঘর ; অমলা ও মেট্রন ; অনতিদূরে প্রসূতি-কক্ষ হইতে জনৈক নবজাত শিশুর কান্না থাকিয়া থাকিয়া শোনা যাইতেছে ; নার্স গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাহিয়া তাহাকে শান্ত করার চেষ্ট করিতেছে।]

মেট্রন—আপনাকে তা'হলে এখন থেকে হাসপাতালে কিম্বা শিশুসদনে আর যেতে হবে না !

অমলা—দিদি অবশ্য জেদ্‌ ধরেছিলেন ; কিন্তু আমার স্বামী চান্‌ না যে আমি কেবল এই নিয়েই থাকি। তিন তিনটের দেখাশোনা করা আমারও পুষিয়ে উঠ্‌ছিল না। বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন কি ঝামেলা পোয়াতে হয় দিন রাত !

অমলা—বিশ্বাস করছো না ? দেখতেই পাচ্ছি, এ অবস্থায় এখানে কাজ করা চলে না। পার যদি, আমায় এ' মুহূর্ত্তেই ছুটি দাও।

আরতি—আজ ছুটি চাওয়াটা তোমার পক্ষে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে ; দু' বছর আগে এত সহজ ছিল না ; তখন অভাব ছিল নিদারুণ ; সমাজের কাছে পেতে নির্ম্মম অবজ্ঞা ! আজ অভাবও নেই ; সামাজিক নিগ্রহ থেমে গিয়েছে, দিদিকে দিয়ে তোমার আর কিই-বা প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার আছে ? তাই যেতে চাইছ, না ?—তা' বেশ, এখ্খুনি চ'লে যাও !—কি ভাব্ছ, অমলা ? মনে করো না, তোমায় ছাড়া আমার চলবে না ! —যাও, যাও বলছি!

অমলা—[কাঁদিয়া ফেলিল] সত্যিই তবে তাড়িয়ে দেবে দিদি ?

আরতি—নিজেই যখন যেতে চাইছ, রাখব কেমন করে ?

অমলা—[পায়ে পড়িয়া] আমায় ক্ষমা করো দিদি ; রাগের মাথায় অন্যায় করেছি ! আমায় দূর করে দিও না !

আরতি—কেন অমলা ? ব্যাঙ্কে তো বেশ জমেছে শুনছি ; দিদিকে আর কিসের প্রয়োজন তোমার ?

অমলা—মিছে বলবো না, দিদি, যা' জমিয়েছি তাতে দিন হয় তো চলে যাবে, হয় তো খাওয়া পরার জন্য ভাবতে হবে না ; কিন্তু তাই কি সব ? তুমি কেমন করে জানবে তুমি আমার কে ! চাকুরী থেকে ছাড়িয়ে দাও, আপত্তি নেই, কিন্তু আমায় তোমার কাছ ছাড়া হতে দিও না দিদি ! মাপ কর আমায় !

আরতি—করব, কিন্তু মেজাজটা সামলাতে হবে ; স্বভাবটাও শোধরাতে হবে, তবে তো !

অমলা—মনে করি করব ; কিন্তু পারি কৈ ? মাপ করেছ তা'হলে ?

আরতি—না করে করি কি বলতো ? মানুষের উপর রেগে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে বোন ?

বিজন—জয়ের আনন্দেই মেতে থাকবে, না, ঘুরে একবার দেখাবে আমায় কোন্ কোন্ জায়গায় নূতন ঘর তোলা দরকার ?

আরতি—দেখবে ? চল না ! [উভয়ের প্রস্থান ; অমলা একান্ত দৃষ্টিতে বিজনের দিকে চাহিয়া রহিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বিজন ও বিপুলের পৈতৃক ভদ্রাসনে এখন পাকাবাড়ী উঠিয়াছে ; তাহারই একটি সুসজ্জিত কক্ষে বিজন ও আরতি]

বিজন—সুলতা ও সরলার দিকে তাকালে সত্যিই অবাক হয়ে যাই ! এমন করে জনসেবায় এরা আত্মোৎসর্গ করতে পারবে, কোনদিন কল্পনাও করি নি ! প্রকৃতই সোণার কাঠি ছুঁইয়ে এ গাঁয়ে তুমি প্রাণ সঞ্চার করেছ, আরতি ! ধন্য তুমি !

আরতি—রাখ এখন তোমার স্তাবকতা। সবই আমি করলাম, মশায় নিজে কিছুই করেন নি, না ? ভুলে গেলে, বাবার শিষ্য ছিলে তুমি ; আর তোমার শিষ্যা আমি ?

বিজন—না, রতি, না ! দু'জনেই আমরা এক গুরুর শিষ্য ; বরং তুমিই ছিলে তাঁর প্রধান শিষ্যা, তাঁর মানস কন্যা ! তাই না তোমার কর্ম্মজীবনে তাঁর আদর্শ এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে ! আমি তাঁর সঙ্গ লাভ করেছিলাম মাত্র সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বছরের জন্য !

আরতি—লতা আর সরলা কারও কাছ থেকে এ আদর্শের প্রেরণা পায় নি ; তবু দেখতেই পাচ্ছ কেমন করে ধীরে ধীরে অক্লান্ত সেবায় নিজেদের ডুবিয়ে রেখে নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁকা জায়গা অভিনব সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে নিচ্ছে। বৈধব্য নারীজীবনের ব্যর্থতা, এ যে আমাদের কত বড় ভুল, প্রথমে

কক্ষান্তরে আরতির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ; একটা জানালা নীরবে আংশিকভাবে খুলিয়া বিজন দেখিল বিপুল শুইয়া আছে ; আরতি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাহার কপালে হাত বুলাইতেছে ; জানালা সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া বিজন উৎকর্ণ হইয়া কথা শুনিতে লাগিল]

আরতি (নেপথ্যে) : আমার এত সাধের নারী-সদন এমনি করেই ভেঙ্গে যাবে ? তা' হতে দেবোনা, ঠাকুরপো ! যেমন করেই হোক্ মেয়েটিকে ফেরাতেই হবে। যে ভালবাসার ছলনায় ভুলে সে ঐ পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়েছে পতিতার জীবনের সেই তো প্রথম অধ্যায় ! এ আমার হাজার হাজার বোনের ইতিহাস ! দুঃখ এই, অভাগীরা তবু বোঝে না, চল ভাই, যেমন করেই হোক, ওকে ফেরাতেই হবে। [কথা থামিল ; আরতি ও বিপুল বাহির হইয়া যাওয়ার শব্দ হইল।]

বিজন—আবার সেই পুরোণ কথা ! আবার সেই বিভীষিকা ! আবার সেই অতীতের ছায়া ! আরতি, আরতি, চল, সব ছেড়ে দূরে চলে যাই, যেখানে মানুষ নেই, সমাজ নেই, আছে শুধু বনের পশু-পাখী। [নদীর ভাঙ্গন শব্দ শোনা গেল ; বিজন উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিল ; কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[নদীতীর ; বারোয়ারী গঙ্গাপূজা হইয়া গিয়াছে ; গঙ্গামূর্ত্তি আংশিকভাবে দেখা যাইতেছে। পূজা-প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন চলিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। শ্রোতৃবর্গ একমনে শুনিতেছে ; কেহ বা সহানুভূতিসূচক মুখভঙ্গী করিতেছে। ভবতারণ লাঠি ভর করিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছে]

প্রধান গায়ক—কোশলের শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজ্যশ্রী অকস্মাৎ একদিন কাল কপিলের শাপানলে ভস্মসাৎ হয়ে গেল ; দেশের উপর তার অভিসম্পাত এনে দিল

দীর্ঘরাত্রি ; মানুষের মন অসাড় হয়ে রইল কালনিদ্রায়। কেমন করে এ কালনিদ্রা ভাঙ্গবে, কেমন করে জন্মভূমি আবার ফিরে পাবে তার হারান মাণিক, এ হয়ে দাঁড়াল কুমারের দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন। অবশেষে একদিন মায়ের কাছে বিদায় চাইলেন কুমার !

গান

(১)

ফিরায়ে আনিতে হারানো রতন যাগো মোরে যেতে হবে,
অতীতের মায়া-পুরী হতে শোন্ আমারে ডাকিছে সবে।
এবার বিদায় দেগো ;
আমি পতিত-পাবনী প্রাণ-সুরধুনী আনিব অবনী তলে,
নিসোতার বুকে জমেছে যে গ্লানি ভেসে যাবে তার জলে।
গড়িয়া তুলিব নবীন মানব ধরণীর ধূলি হতে,
তারা নবীন যুগের শঙ্খ বাজায়ে বাহিরিবে পথে পথে ;
নয়নে তাদের দিব্য স্বপন, কণ্ঠে চলার গান,
জড়িমা মুক্ত অন্তরে নিতি জাগ্রত ভগবান ;
তারা মরণ মথিয়া জিনিবে অমিয়া ভাঙ্গিবে তিমির কারা,
পোহাবে জননী এ কাল রজনী দেখা দেবে শুক তারা।
যাগো রজনী পোহায়ে যাবে,
মোর অভিযান উষার তোরণে, রজনী পোহায়ে যাবে।

(২)

আমায় যেতে দে এবার যেতে দে জননী পদধূলি মোরে দেগো,
তোর কোলের মায়ায় বাঁধিসনে আর রাজপথে ছেড়ে দেগো।

বিজন—(চেয়ার হইতে উঠিল, বিপিনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল) ন্যাকামি রাখুন ! বলুন কি ব'ল্‌তে চান্ !

বিপিন—(মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে) মাফ্ ক'র্‌বেন। কিছুতেই ব'ল্‌তে পার্‌বো না লোকে যা'—

বিজন—লোকে কি বলে !

বিপিন—নানারকম সন্দেহ করে ; বলে—আজ্ঞে আর ব'ল্‌তে পার্‌বোনা, মেরে ফেল্‌লেও না !

বিজন—[বিপিনকে ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল ; বিপিন উঠিল] মিথ্যাবাদী, পথের ভিক্ষুক, এরই জন্য তোমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'রে দিয়েছিলাম একদিন ? এরই জন্য তোমাদের হ'য়ে সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম ? উঃ—কি কালসাপই দুধ দিয়ে পুষেছিলাম ?

বিপিন—(অশ্রুগদ্‌গদ্ কণ্ঠে) আমার কি অপরাধ হুজুর ? আমি তো নিজের ইচ্ছায় বলিনি ; আপনিই জোর ক'রে আমায় বলালেন আবার আপনিই মার্‌লেন ?

বিজন—ন্যাকামি ? আবার ন্যাকামি ? যাও—চোখের সাম্‌নে থেকে স'রে যাও। নইলে লাথি খাবে।

বিপিন—যাচ্ছি [টেবিলের ড্রয়ার হইতে আরতির নামীয় একখানা সমন বিজনের হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে] আজই জারি হ'ল এ সমন খানা। (প্রস্থান)

বিজন—[সমনখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ; আবার পড়িল] তাই তো ?—কিন্তু আর্‌জি কই ?—বিপিন বাবু, বিপিন বাবু !

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বিপিনের বাড়ীর আঙ্গিনা ; বিপিন ও অমলা ; বিপিন বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ; হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আঙ্গিনার এক পাশে ঘরের দরজা খোলা]

বিপিন—[হাসি মুখে] কেন যাচ্ছি ক'ল্‌কাতায় ঠিক্ সময়ে জান্‌তে পার্‌বি। এখন এইটুকুই জেনে রাখ যে এ কাগজখানা থেকে সোনা ফ'ল্‌বে। —সোনা-সোনা-সোনা ! আরে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? দেওর-ভাই-বৌ মিলে না পয়সা উবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ক'র্‌লে ? কিচ্ছু ভাবিস্ নে, অম্নি, কিচ্ছু ভাবিস্‌নে ! মারে কৃষ্ণ রাখে কে ? রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

অমলা—ভাব্‌বো কেন আবার ! যা' ভাব্‌বার তুমিই ভাব্‌বে, কিন্তু ঐ কাগজে কি আছে ব'ল্‌বে না ?

বিপিন—ওহো না ! একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক্ না ক'দিন ; খবর ভাল হ'লে হাউই ফুট্‌বে, তখন দেখিস্ ! আসি তবে ! [প্রস্থান]

অমলা—[অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া] কে জানে কাগজখানায় কি আছে ! টাকা রোজগারের কোন নূতন ফিকির নিশ্চয়ই। কোন্ দিন যে হাতে হাতকড়া পড়বে ! [ঘরে ঢুকিয়া খোলা দরজা বন্ধ করিয়া দিল ; খানিকটা পরে গায়ে জল ঢালার শব্দ শোনা গেল ; বিজনের প্রবেশ]

বিজন—বিপিন বাবু ? বিপিন বাবু বাড়ী আছেন ? [কোন জবাব না পাইয়া উঠানে পায়চারি করিতে লাগিল ; হঠাৎ আসিয়া জোরে কয়েকবার দরজায় কড়া নাড়িল। দরজা খুলিয়া সিক্তবসনা অমলার প্রবেশ ; বিজন তাহাকে দেখিয়া কেমন যেন হইয়া গেল ; কিন্তু একান্ত দৃষ্টিতে অমলাকে দেখিতে লাগিল]

অমলা—(মুচ্‌কি হাসিয়া) জামাইবাবু, গিলে ফেল্‌তে চান্ যে একেবারে ?

ও একগ্লাস জল নিয়া আসিয়া বিজনের হাতে দিল] নিন্, খেয়ে নিন্ দেখি।

বিজন—(খাইতে খাইতে) বাঃ, খাসা সন্দেশ ! নিশ্চয়ই আপনার হাতের তৈরী।

অমলা—শুন্‌লে নিশ্চয়ই একটু বেশী মিষ্টি লাগবে, না ? [বিজন শেষ সন্দেশটি মুখে দিয়া জল পান করিল] পান অভ্যাস আছে তো ?

বিজন—অভ্যাস ঠিক নেই, তবে নূতন করে অভ্যাস করতে আপত্তি নেই।

অমলা—[মুচকি হাসিয়া] তবে দাঁড়ান একটু ; নিয়ে আস্‌ছি। [আবার ছুটিয়া ঘরে গেল ও দুটি পান আনিয়া হাতে দিল]

বিজন—[পান মুখে দিয়া খাইতে খাইতে] যার খোঁজে এসেছিলাম, তার দেখা মিল্‌লো না ; দেখা মিল্‌লো আপনার। একি লাভ হল, না লোক্‌সান হল, বুঝে উঠতে পারছিনে।

অমলা—[খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল] বুঝতে খানিকটা সময় লাগবে, জামাইবাবু ! একে তো পড়েছেন দোটানায় ; তার পরে—থাক্, আর নাই বললাম।

বিজন—(থামিয়া) কেন ?

অমলা—হয়তো লাভও নয়, লোকসানও নয়।

বিজন—লাভ ক্ষতির বাইরে পলাতক একটি নিমেষের আল্‌তা-রাঙ্গা পদ-চিহ্ন, তাওতো লাভই বটে !

অমলা—নিত্য নূতন পায়ের চিহ্ন ! টাট্‌কা চিহ্ন বাসি চিহ্নকে মুছে ফেলে, সে কি কেবলই লাভ, জামাইবাবু ?

বিজন—(যেন নিজের মনে মনে) মানুষের প্রাণ ঠিক জলের মত নয়। তার কোন ছাপই কোনদিন মুছে যায় না ; ঢাকা পড়ে থাকে মাত্র। যেতে যেতে এক একটি মুহূর্ত্ত তাকে যা দিয়ে যায়, তার সবটুকুই তার লাভ। (প্রস্থান)

অমলা—[বিজনের পথের দিকে চাহিয়া রহিল] দিদি, তুমি ভাগ্যবতী ! [ঘরের মধ্যে গিয়া দরজায় খিল দিল ; দূরে যমুনার ভাঙ্গন শব্দ শোনা গেল]

বিজন—তোমার কাছেই এসেছিলাম লতা।

সুলতা—আমার কাছে? হঠাৎ এ খোঁজ কেন, বিজুদা?

বিজন—বিশেষ কিছু নয়, এমনি।

সুলতা—আমি কি আর এমনি সময় নষ্ট করতে পারি আজকাল?

বিজন—তবে যাও, সুলতা; আমার জন্য তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে না।

সুলতা—অমনি রেগে বসলে! —তুমি কি যে হচ্ছ দিন দিন?

বিজন—কি যে হচ্ছি, কেন হচ্ছি, কে বুঝবে সুলতা? যাও, তুমি তোমার কাজে যাও; আমিও যাই [কয়েক পা যাইতেই সুলতা ডাকিল]

সুলতা—একটু দাঁড়াও, বিজুদা!

বিজন—না, থাক এখন! কি হবে তোমার সময় নষ্ট করে?

সুলতা—ঐ এক কথা। বলই না কি বলবে!

বিজন—কি যে বলব, তাই তো! !—মাঃ ভুলেই গেলাম।

সুলতা—এ তোমার হল কি, বিজুদা! আমায় বলবে না?

বিজন—বলব? বলার কিই বা আছে আর—বালুর চড়ায় যে প্রাসাদ তৈরী করেছিলাম, ভিৎ তার হঠাৎ নড়ে উঠেছে।

সুলতা—হেঁয়ালী ছাড়ইনা একবার? সোজা ভাষায় না বল্‌লে বুঝব কেমন করে?

বিজন—বুঝে কি হবে আর সুলতা? যখন বুঝবে, জানবে, বিজুদার স্মৃতি মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চাইবে। [ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

সুলতা—(একান্ত দৃষ্টিতে বিজনের পথের দিকে চাহিয়া রহিল; দুইবিন্দু অশ্রু চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেই বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছিয়া) আবার?—নাঃ—কিন্তু বিজুদার এ কি হল? (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

[বিজনের শয়নকক্ষ ; পার্শ্বে আরতির শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ। ঘরের অন্যান্য দরজা জানালাও সবই বন্ধ। বিজন একটি কেদারায় বসিয়া আছে ; পাশে একটি টিপয়ের উপর মদের বোতল, গ্লাস, সোডা, সাইফন। গ্লাসে খানিকটা মদ ও সোডা ঢালিয়া পান করিল ; তারপরে অতি সন্তর্পণে ঘরের এককোণে একটি রাইটিং টেবিলের গোপন দেরাজ হইতে একটি বাঁধান খাতা বাহির করিল। আবার বসিয়া উপর্য্যুপরি দুই গ্লাস মদ পান করিল।]

বিজন—[খাতাখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে] তোমায় দেরাজে বন্ধ করে রেখেছি, পাছে কেউ দেখে ফেলে ! নিজে কিন্তু বার বার ছুটে এসেছি তোমার পাতায় পাতায় যে অসহ স্মৃতির ব্যথা জড়ান, তাতে গোপনে অবগাহন করতে ! কে জানে কি মোহ তোমার প্রতি ছত্রে ! মর্ম্মের পরতে পরতে তার ছাপ পড়ে গেছে যে আমার !—গোড়ায় ভেবেছিলুম পুড়িয়ে ফেলি ; পারলুম না। তালা চাবি বন্ধ করলুম, ভাবলুম, সত্যের টুঁটি চাপা দিলুম ! আজ দেখছি, ওটা একটা প্রকাণ্ড ভুল ! ভুল-ভুল-ভুল। ৺উমাশঙ্কর রায় যখন আমার কাছে তাঁর জীবনের এ বুকভাঙ্গা কাহিনী ব্যক্ত করেছিলেন, বলেছিলেন, সত্যকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা মূর্খতা, ছাইচাপা আগুনের মত একদিন না একদিন সে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবেই ; আর যখন সে জ্বলে উঠবে, তোমার সারা জীবনের সযত্ন-রক্ষিত সুখের নীড় মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে ! তাঁর সে অমূল্য উপদেশ মেনে চলিনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আরতির প্রকৃত পরিচয় গোপনের সুযোগ দিয়ে আমায় প্রলুব্ধ করেছে ; একটা কথা মুছে ফেলে তাঁর উইলে হস্তক্ষেপ করেছি ; আদালতকে প্রবঞ্চনা করেছি ; মাকে ফাঁকি দিয়েছি, আরতিকে প্রতারণা করেছি। আজ আমার সে ফাঁকির রাজত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে এল।

[পুনরায় মদ্য পান] আরতি, স্থলতা—যখনই জান্‌তে পারবে, কোন রকমেই আর ক্ষমা করতে পারবে না ! কেমন করেই বা পারবে ?—কেউ কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছে, দেশহিতৈষণার আড়ালে এত বড় প্রকাণ্ড একটা প্রবঞ্চনা লুকোন ছিল ?—কিন্তু—প্রবঞ্চনা কি আমি একাই করেছি ? বিপুল, আরতি, তারা কি—? না, না, না ! মিছেই তাদের সন্দেহ করছি। কোথায় তারা—আর কোথায় আমি ? আমার পৃথিবীতে আমি একা !—একা ? না—আছে অমলা ! হা—হা—হা ! এ কার অট্টহাসি ? কার কণ্ঠস্বর ? [আবার মদ্যপান : হঠাৎ কে দরজায় ঘা দিল ; দু'তিনবার ঘা দেওয়ার পরই বিজন অতি সন্তর্পণে খাতাখানা দেরাজে বন্ধ করিয়া চাবিটি পকেটে ফেলিয়া কক্ষের বহির্দ্বার খুলিয়া দিতেই দেখিল আরতি ও স্থলতা] কে ? আরতি ? লতা ? কি চাও ? [আরতি ও স্থলতা ঘরের মধ্যে আসিল]

স্থলতা—বিজুদা, তুমি মদ খাচ্ছ ?

আরতি—তাই তো, মদ আবার কবে ধরলে ? এ তোমার হল কি ? আমি এখুনি সব ফেলে দিচ্ছি। [মদের বোতল, গ্লাস, সোডা, সাইফন সব ছুঁড়িয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিল ; দিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

বিজন—[কেদারায় হেলান দিয়া আরতির দিকে মুখ তুলিয়া] বড় ধাক্কা লেগেছে, না আরতি ? লাগবেই তো ? মায়া-মরীচিকা সৃষ্টি করে তারই পেছনে ছুটেছিলাম ; একটা কাল্পনিক সুখের সুরায় মাতাল হয়েছিলাম ! মরীচিকা কোথায় মিলিয়ে গেল !—তাই,—তাই এবার শেষটায় খাঁটি মদ ধ'র্‌লাম ! ব'ল্‌তে পার, আরতি, কোন্‌টা ভাল—কে ভাল ? মদের মাতাল না যারা মদ না ছুঁয়ে মাতাল ?

স্মৃতিরত্ন—এ গাঁ আর টিঁকলো না, বিজন !

বিজন—তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি !

স্মৃতিরত্ন—কি ক'রেই বা টিঁক্‌বে, বাবা ? এত পাপ কি সয় ?

বিজন—কিসের পাপ আবার ?

স্মৃতিরত্ন—গাঁয়ের লোকের জন্য কি না তোমরা ক'রেছ ; আর বল্‌তে গেলে কয়দিন হাজতবাসও তো ঐ হতভাগাদের জন্যই। মনে মনে বন্ধু ভাবাপন্ন হ'য়েও প্রকাশ্যে আমিও একদিন তোমাদের শত্রুতা ক'রেছি, কারণ না ক'রে উপায় ছিল না। তবে আমার বিবেকের কাছে আমি অপরাধী নই ; আমি জানি শেষ পর্য্যন্ত যে গাঁয়ের দলাদলি থেমে গেল, তা' প্রধানতঃ আমারই চেষ্টায়। তবে দেখ, গাঁয়ের লোকগুলি প্রায়ই খারাপ ; প্রকাশ্যে শত্রুতা করা ছেড়ে দিলে, কারণ তার বিপদ আছে জানে ; তারপর সুরু ক'রলে পেছন থেকে ছুরি মারার কাজ অর্থাৎ গোপনে কুৎসা প্রচার !

বিজন—কুৎসা ? কিসের কুৎসা ? কার নামে ?

স্মৃতিরত্ন—শোননি তা হ'লে ! ভালই হ'ল ! তা হলে আর বলে লাভ নেই !

—কিন্তু, তোমাকে না জানিয়ে দেওয়াও সমীচীন হবে না। গাঁয়ের লোক যে কতটা নিমকহারাম হতে পারে তা তোমার জানা উচিত।

বিজন—(ঈষৎ রুক্ষভাবে) অতটা ভূমিকার প্রয়োজন কি ? বল'তে যা চাইছেন, বলেই ফেলুন না।

স্মৃতিরত্ন—তোমার লক্ষ্মী-সমা পত্নী, লক্ষ্মণ-সম ভ্রাতা ; এ দু'জনের নাম একসঙ্গে জড়িয়ে যে অশ্রাব্য অপবাদ রটনা হচ্ছে, তা রটনাকারীদের কদর্য্য মনেরই প্রতিচ্ছবি ! তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যেওনা, বাবা ! স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার যে সীতা, তাঁর নামেই কি দুর্জ্জন লোক কম কুৎসা প্রচার করেছিল ?

বিজন—গাঁয়ের লোক যদি ভেবে থাকে বিজন মিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁরই মত স্ত্রীকে নির্ব্বাসন দেবে, এটা তাদের ভুল—এ কথাটা তাদের বুঝিয়ে

দেবেন। যত শীঘ্র সে ভুল তারা বুঝতে পারে, ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল।

স্মৃতিরত্ন—যা বলেছ, ঠিক! তবে কি না—দেখ বিজন, সব জিনিষেরই দুটো দিক আছে! মূর্খ লোক আপাতদৃষ্টিতে যা' দেখতে পায়, তা' থেকেই একটা ধারণা করে বসে, আর সে ধারণাই তারা গেয়ে বেড়ায়। কোনো কিছু তলিয়ে দেখা তাদের অভ্যেস নেই। এই ধর না কেন—তোমার বিয়ের পর থেকেই তো যে কোনও কারণেই হোক্, বিপুল তফাৎ হয়ে রইল; মাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল, যতদিন তুমি জেলের বাইরে ছিলে, তোমার সঙ্গে মিল্‌বার নামটিও করলে না। কিন্তু যেম্‌নি তুমি হাজতে গেলে, অম্‌নি সে—[নদীগর্ভে আবার তীরভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহার শব্দে চমকিত হইয়া বিজন কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল; স্মৃতিরত্ন একটা ক্রূর কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকেই অনুসরণ করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিপিন হালদারের বাড়ীর একটি কক্ষ, বাইরের দিকে দরজা বন্ধ কিন্তু একটি জানালা খোলা। অমলা গুন্‌গুন্ করিয়া একটি গানের সুর ভাঁজিতেছে ও উলের জামা বুনিতেছে। সহসা সে গাহিয়া উঠিল]

গান

ভালবাসা সুধার তৃষা বোবা মাটির অন্তরে,
মেটে কি হায় চাঁদের ছোঁয়ায়, মধু-নিশার মন্তরে!
যৌবনেরি মহুয়া বনে গন্ধ মাতাল হাওয়ায়,
মৌ-পিয়াসীর গুঞ্জরণে মদির চোখের চাওয়ায়,
লাগে প্রাণের পরশ মেশা রক্তে রঙীন সুরার নেশা

অমলা—(উত্তেজিত ভাবে) তাতে আমার শরীরটা মানুষের নয়, প্রাণটাও নয় ?
এই তো ? এই তো বলতে চাও ?

বিপিন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস ? তোরা আবার মানুষ ?

অমলা—তবে শোন, ওটা তোমার ভুল ! আমিও মানুষ, অন্য সবারই মত—
থাক্ ! তোমায় বলে লাভ নেই, তুমি বুঝ্‌বেনা, তোমার প্রাণ—
মানুষের নয়। হ্যাঁ, তবে এইটুকু বলে রাখি, দেইনি কিছু, চাইনিও
কিছু, পাইনিও কিছু ! বিশ্বাস ক'রবে ?

বিপিন—সত্যি, অম্লি ? এযে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা।

অমলা—জানি, তোমার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব !

বিপিন—তবে হাত ধরে টান্‌ছিলি কেন ?

অমলা—সে সাহস যে কিসের জোরে আমার হল, কেন হ'ল, নিজেই জানি না ;
তোমায় বোঝাব কেমন করে ?

বিপিন—(নরম স্বরে) অম্লি, একেবারে মরেছিস্ নাকি ? সত্যিই শেষটায়
রূপকথার রাজকন্যে হয়ে দাঁড়ালি যে ?

অমলা—সে কপাল নিয়ে জন্মাইনি ! তবে যে নীরন্ধ্র অন্ধকারে প্রথম চোখ
মেলেছিলাম, তোমারই দয়ায় সেখান থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষের জগতে
হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানকার রৌদ্রছায়া, ঝড়বৃষ্টি, হাসিকান্না, পরীর
পাখায় উড়িয়ে আমায় রূপকথার রাজ্যে নিয়ে চলেছে ; সেখানে আছে
সাপের ফণার ছায়ায় ঘুমিয়ে শুধু এক রাজকুমারী আর সোনার কাঠি
রূপার কাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে এক রাজকুমার তার দিকে অনিমেষ
চোখে চেয়ে আছে।

বিপিন—দ্যাখ্, এ রাজকুমারটি তোর জামাইবাবু না হ'য়ে আমিও তো হতে পারি ?

অমলা—একদিন হয়তো পারতে ! কিন্তু আজ আর হয় না ! আমার রূপকথার
রাজকুমার আজও রক্তমাংসের শরীরে রূপ নেয়নি ! সে শুধু স্বপ্ন ! সে
আমার স্বপ্নই থাক্ ! • [দু'বিন্দু অশ্রু মুছিল]

বিপিন—তুই যে আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লি, অম্লি! কদিনেই তোর একি পরিবর্ত্তন?—আমি তো ভেবেছিলাম এর পর বিনে পরিশ্রমে, চাক্‌রী না করে, চোখ রাঙ্গিয়ে টাকা উপার্জ্জন করব—আর রাজার হালে নিশ্চিন্ত আলস্যে কাল কাটাব। শোন্ কানে কানে [কানে কানে বলিল]

অমলা—না—না—না; মিথ্যা কথা, বিশ্বাস করি না।

বিপিন—আদালতে প্রমাণ হবে।

অমলা—হোক্! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মুখে অমন কথা এনো না; দিদির কানে ওকথা যেন কোন রকমেই না যায়। তুমি যা চাও, যত টাকা চাও, যেমন করে পারি, তোমায় এনে দেব।

বিপিন—দূর পাগ্‌লী! এমন সোজা উপায়ে টাকা আস্‌বে—এ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কোন্ বোকা?

অমলা—দ্যাখো, ভগবান আছেন; তিনি সইবেন না, এমন নিমকহারামি কখনও সইবেন না। টাকা চাইছ, আমি তোমায় টাকা দেব।

বিপিন—(নরম স্বরে) আচ্ছা, তাই দিস্।

অমলা—কাউকে ও কথা বলবে না তা হলে?

বিপিন—দেখা যাবে। [বিজনের প্রবেশ]

বিজন—বিপিনবাবু, আপনি যে সমনখানা দিলেন, তার সঙ্গে আরজির নকল নিশ্চয়ই ছিল; সে খানা দেন্ নি তো?

বিপিন—ভুলে আমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিল।

বিজন—ভুলে নয়; ইচ্ছে ক'রে খাঁটি খবর সংগ্রহ করার জন্যই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার মতলব?

বিপিন—মতলব বিশেষ কিছুই নয়; নিরাসক্ত ভাবে সত্যের সন্ধান!

বিজন—সত্যের সন্ধানে গিয়ে অনেকেই প্রায় মিথ্যা কুড়িয়ে আনে! আশা করি আপনি তা করেন নি!

বিপিন—সত্য কুড়িয়ে আন্‌লাম কি মিথ্যা সংবাদই নিয়ে এলাম, আপনি নিজেই তা' ভাল জানেন। তবে যতটা বুঝ্‌লাম, ৺উমাশঙ্কর রায়ের ভাইপো মাম্‌লার জন্য দলিলগত প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন ?

বিজন—মাম্‌লার ফলাফল যা' হয় হবে ; কিন্তু আমি চাইনে এরকম একটা মিথ্যা আরতির কানে আদৌ পৌঁছায় ? আশাকরি, আপনার বিবেচনা-শক্তি ও বিশ্বস্ততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'র্‌তে পারি !

বিপিন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

বিজন—এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর্‌লে কখনো অনুতাপ কার্‌তে হবে না। এই নিন্। [পাঁচখানি একশো টাকার নোট্ হাতে দিয়া প্রস্থান করিল]

অমলা—এই তোমার নিরাসক্ত সত্যের সন্ধান ?

বিপিন—আমি কি টাকা চেয়েছিলাম, অম্নি ! যাঁরটা খেয়ে-প'রে বেঁচে আছি, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে আমি অস্বীকার করি কোন্ মুখে ? তবে হ্যাঁ, বিনা শ্রমে টাকা উপার্জ্জনের একটা নূতন পথ হ'ল বটে ! ভগবান্, সত্যিই তুমি আছ ! [উদ্দেশে প্রণাম] মানুষ ভাবে এক, হয় আর ! দেওর ভাই-বৌ মিলে আমায় তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রেছ, কেমন তাড়াও এখন দেখে নেব ! অম্নি, কি মজা, কি মজা !—একটা শনি-পূজোর ব্যবস্থা কর্ ভাল ক'রে ! সমস্ত গাঁয়ের লোকের নিমন্ত্রণ, বুঝ্‌লি ?—এ মাসের শেষ শনিবারেই, মনে থাকে যেন ! [প্রস্থান]

অমলা—জামাইবাবুকে এ অর্থপিশাচের হাত থেকে বাঁচাই কি করে ? [ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান]

বিপুল—সত্যি, বৌদি।

আরতি—রামসদয়, বিপিনবাবুকে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয় তো (রামসদয়ের দ্রুত প্রস্থান)

অমলা—কাগজপত্রগুলো যেন ওর চোখে না পড়ে ; খোঁজ করলে বলব হারিয়ে গেছে। যাই তবে দিদি ! ওর কথায় যেন গলে যেও না [প্রস্থান]

আরতি—ঠাকুর পো, লজ্জিত হয়েছ ? যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এমন মিথ্যা অপবাদে মনে কোনও সঙ্কোচ আসতে দিও না ভাই ! আমার ভাই নেই, তোমায় পেয়েছি ; বোন নেই, লতাকে পেয়েছি, সরলাকে পেয়েছি, অমলাকে পেয়েছি। তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমার স্নেহ-প্রীতির যে ক্ষুদ্ররাজ্য আমি গড়ে তুলেছি, তা কি একটা কুৎসিত মিথ্যার আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে ?

বিপুল—তা' কেন হবে বৌদি ? আমি চিরকালই তোমার ছোট ভাইটিই থাকব। এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আমার আর কিছু নেই। [পদধূলি লইল]

আরতি—[অন্যমনস্কভাবে] ভাবছি বিপিনবাবু হঠাৎ আমাদের পেছনে লাগতে গেলেন কেন ? তাঁর উপকার ছাড়া অপকার কখনো করেছি বলে তো মনে হয় না।

বিপুল—কারণ সুস্পষ্ট ! তুমি আমি তার চুরি বন্ধ করতে গিয়েছিলাম, করেও ছিলাম। স্বার্থে হাত না পড়লে হয়তো এসব করতো না ; আর স্বার্থে হাত পড়েছে বলেই এসব রটনা করে দাদার মন বিষিয়ে দিতে চাইছে।

আরতি—তবে কি এর জন্যেই তিনি মদ ধরলেন—ঠাকুর পো বলতো ভাই এর কি উপায় করা যায় ? [বিপিনের প্রবেশ]

বিপিন—ডেকেছো দিদি ?

বিপুল—ওরে ভণ্ড, আর দিদি ডাকের অপমান করিসনে। ইচ্ছে হয়, তোকে এখুনি লাথি মেরে তাড়াই।

বিপিন—ছোট বাবু, আমি আপনার মাইনের চাকর নই। মুখ সামলে কথা বলবেন! [বিপুল তাহার ঘাড়ে ধরিল]

আরতি—এ কি করছ ঠাকুর পো? থাম। [বিপুল লজ্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল] বিপিন বাবু, আপনি আজ থেকেই ঠাকুর পোর কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করুন; এক সপ্তাহের মধ্যে সব চুকিয়ে যে বাড়ীতে আছেন, তা ছেড়ে দেবেন। এ আমার আদেশ! যান! ঠাকুর পো, তুমি এর কাছ থেকে হিসেবটা বুঝে নিও।

বিপিন—এ কি খুব সুবিচার হল, দিদি?

আরতি—হল কি না জানেন আপনি আর জানেন ভগবান্! আমি যতটুকু জানি তাতে অবিচার মোটেই হয়নি! যান!

বিপিন—যাচ্ছি—কিন্তু, চাকা একদিন ঘুরবে—ধর্ম্মের চাকা। সে দিনের দিকেই আমি তাকিয়ে রইলাম [সদর্পে প্রস্থান]

বিপুল—দেখলে তো! ভণ্ডামি, দুঃসাহস—দুটোরই সীমা ছাড়িয়েছে লোকটা, ইচ্ছে হচ্ছিল মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিই।

আরতি—না, অমন কাজ করতে নেই। যাও হিসেবটি বুঝে নাও গিয়ে।

[বিজনের প্রবেশ]

বিজন—[সুরাজড়িত কণ্ঠে] শুনলাম আরতি, বিপিনবাবুকে জবাব দিয়ে দিলে!

আরতি—হ্যাঁ, দিয়েছি—অন্য উপায় ছিল না।

বিজন—কিন্তু আমি বলছি তাকে জবাব দেবার উপায় নেই। তোমায় সে হুকুম রদ করতেই হবে, রদ করতেই হবে। [বসিয়া পড়িল]

আরতি—[একখানা পাখা তুলিয়া বাতাস করিতে করিতে] সে কথা পরে হবে এখন, আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও।

বিজন—সুস্থ হব?—কেন কার জন্য? কিসের জন্য?—বিপিনবাবুর অপরাধ?

বিপুল—তার অপরাধের গুরুত্ব, কদর্য্যতা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, দাদা, সে এমনি কৃতঘ্ন!

উল্টাইয়া] "কলঙ্ক ?—সে কলঙ্ক তার মায়ের, আমার স্ত্রী নন্দার, বন্ধু চন্দ্রহাসের ! আর কারও নয় ! তাদের মনে যে কলঙ্কের জন্ম, তাদেরই মনে অনুতাপের আগুনে তার বিলয়। আজ তারা কেউ বেঁচে নেই ; থাকলেও অনায়াসেই ভাবতে পারতুম, অন্য সবারই মত তারাও নিষ্কলুষ।" [আবার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে] "বাইরের নীরব, নির্দ্দয় বিদ্রূপ সইতে হবে তোকে নিজের মনের জোরে। কখনও ভুলে যাস্‌নে মা, শরতের শিশির ধোওয়া শেফালির মতই তুই নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক। দুনিয়া যদি কোন কুসংস্কারের বশে তোর ঘাড়ে অন্যের অপরাধ চাপিয়ে দিতে চায়, তুই তা মেনে নিবি কেন ? তা হলে যে তোর দেবতার পরাজয় হবে সমাজের অপদেবতার কাছে ? এ দুয়ের লড়াই অহর্নিশ চলছেই ; তোদের জীবনেও চল্‌বে।" [আবার পাতা উল্টাইল] "যে ভ্রান্তির চতুর্দ্দিকে প্রত্যহের স্নেহ ভালবাসার নীড় রচনা করে চলেছিলি, হঠাৎ একদিন রূঢ় সত্যের আঘাতে যখন তা ভেঙ্গে যাবে, মনে হবে তোর চন্দ্রসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হল। একদিন আমারও এম্‌নি হয়েছিল। কিন্তু মানুষের মন গতিশীল ; সে যদি কোন এক জায়গায় অকস্মাৎ থেমে যেত, তা হ'লে তার বাঁচা হ'ত না। সেখানে সুখে দুঃখে নিরন্তর ভাঙ্গাগড়ার খেলা চল্‌ছে বলেই সে বেঁচে থাকে। এর ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে মানুষকে কত দুঃখই না পেতে হয় ? কিন্তু সে দুঃখ যে সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য সহচর ! অন্তর্য্যামী যে তারই মধ্য দিয়ে পলে পলে, তিলে তিলে মানুষকে সৃষ্টি করে চলেছেন ! তার দুঃখ বেদনা শুধু ভাঙ্গেই না, চোখের আড়ালে গড়েও তোলে। যেদিন থেকে সুখ ভাঙ্গেনা, আর দুঃখ গড়ে তুলতে পারে না, সেদিন থেকে মৃত্যুর কাছে হয় জীবনের পরাজয়। সুখ তখন রচনা করে শুধুই পুতুল, আর দুঃখও ভেঙ্গে নিয়ে যায় শুধু মাটির ঢেলা।" [আবার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে] "সৃষ্টি প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলো জ্ব'লে উঠ্‌ছে নিভ্‌ছে. আবার

জ্বল্‌ছে ; বাতাস বইছে কখনও মৃদুমন্দ, কখনও সংহারিণী ঝঞ্ঝা মূর্ত্তিতে ; থেমে যায় না তাই কখনও বিষাক্ত হয় না ; চলার গতিতে বাইরের গরল থেকে সুধা নিংড়ে নিয়ে পাবনী শক্তি তাদের বেড়েই চলে। মানুষের মনও ঠিক্ তেমনিই। গতি হারালেই সেখানে জ'মে ওঠে বিষ, আর গতিশীলতা সে বিষকে সুধায় রূপান্তরিত ক'রে নেয়। প্রলয়ঙ্কর কালকূট জীর্ণ ক'রতে না পার্‌লে নীলকণ্ঠের শিবত্ব কি পূর্ণতা পেত ?"—[খাতাটি উঁচু করিয়া ধরিয়া] তালাচাবি বন্ধ ক'রে তোমায় আর ক'দিন রাখব মনে মনে ? তোমার রক্তরাঙ্গা প্রতি অক্ষরটি যে আগুনের মত দাউদাউ ক'রে এ বুকে জ্ব'ল্‌ছে। উঃ—! [বিজন যখন খাতা খুলিয়া তাহা হইতে যেন পড়িতেছে, এরকম ভাবে কথা বলিতেছিল, আরতি তখন অতি সন্তর্পণে তাহার কক্ষের দরজা ঈষৎ খুলিয়া দরজার পাশে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতসারে তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। সচকিত ঘুমন্ত বিজন আবার যন্ত্রচালিতবৎ খাতাখানি তালাবন্ধ করিয়া উঠিয়া গিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল ; কিছুক্ষণ পরে আরতি আস্তে আস্তে চাবিটি তুলিয়া দেরাজ খুলিল এবং খাতাখানি লইয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

[বিজনের শয়ন কক্ষ—ঘড়িতে ৪॥ টা বাজিয়াছে। বিজন শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছে। আরতিও শয্যার একধারে বসিয়াছে। টেবিলের উপর সেই বাঁধান খাতাখানি]

আরতি—কেন এ রহস্য এতদিন গোপন ক'রে রেখেছিলে, এ প্রশ্ন ক'রে আজ আর তোমায় বিব্রত কর্‌তে চাইনা। শুধু এ'টুকু তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি যাঁকে আমি পিতা ব'লে জেনেছিলাম এতদিন, যাঁর শেষের কয়েকটা কথা

বিজন—(উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) ভুল ? সত্যিই ভুল করেছ ; সত্যিই আমায় বুঝতে পারোনি। কিন্তু ভুল তুমি একাই করোনি আরতি ; ভুল আমিও করেছি। আমিও কি তোমায় বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন ?

আরতি—তাই তো দেখছি। তুমি চাও আমি সত্যে জলাঞ্জলি দিয়ে সব দিক বজায় রাখব ; নিজের আসনের উচ্চতা এবং নিরাপত্তা ক্রয় করব। আমি কিন্তু কিছুতেই পারবো না। যে মহাপুরুষের স্মৃতি আজ আমার জীবনের একমাত্র পাথেয়, তাঁর অসম্মান আমি করতে পারব না, করব না। আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি কেমন করে এমন একটা ভুল আমার সম্বন্ধে তুমি করতে পারলে।

বিজন—ঐটেই যদি আমার একমাত্র ভুল হতো !—

আরতি—তা হলে আমার সম্বন্ধে আরও ভুল তুমি করেছ ?

বিজন—আর প্রশ্ন করো না আরতি, আর জানতে চেয়ো না।

আরতি—কেন ?

বিজন—জেনে কোন লাভ নেই।

আরতি—লাভ লোকসান খতিয়ে তোমার আমার সম্বন্ধ আজ বিচার করতে সুরু করেছ যখন, বলার আমার কিছুই নেই। বলতে চাও না, তাই প্রশ্নও আর করব না ; কি সে ভুল আমার সম্বন্ধে করে বসে আছ যা ভেঙ্গে দিতে কোন রকমেই আমি পারব না। দুঃখ শুধু আমার এই, কয়েকটা ভুল তোমার আমার মাঝখানে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে আমাদের জীবনে তাই চরম সত্য হয়ে রইল ; ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার সুযোগও আমার মিল্‌ল না।

বিজন—ভুলের দেওয়াল ভুল ভাঙ্গলেই ধসে পড়ে ; কিন্তু সত্য যে প্রাচীর রচনা করেছে, তা ভাঙ্গতে হলে তোমার আমার জীবনের কতখানি যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, তা কি একবারও ভেবে দেখবে না, আরতি ?

আরতি—শুধু সেটুকু ধূলিসাৎ হবে যেটুকু আমাদের জীবনে সত্য নয়, একান্তই মিথ্যা! সত্যকে চাপা দিতে চেয়ো না; তার নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ হতে দাও, ব্যবধান ঘুচে যাবে; যে বাঁধনে তুমি আমি বাঁধা তা দৃঢ়তর হয়ে দাঁড়াবে।

বিজন—তা হয়না আরতি।—একজন মহাপুরুষের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে গাঁয়ে এসেছিলাম; কিন্তু সত্যের কঠিন আঘাতে সে স্বপ্ন আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্নের প্রদোষালোকে পরস্পরের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাও আজ মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেমন করে এ ছিন্নসূত্র আর জোড়া দেবে বল? চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না।

আরতি—সত্যকে বীরের মত মেনে নাও; গোঁজামিল দিলে চলবে না।—তোমার রতি তোমার সমস্ত গ্লানি, সব অসম্মান ধুইয়ে দেবে নিজের চোখের জলে। তার সে ন্যায্য অধিকার তাকে দাও।

বিজন—নিজকে প্রশ্ন কর আরতি, কেমন করে তা হতে পারে!

আরতি—কেন হতে পারে না, সে প্রশ্নের জবাবটাই আগে দাও না!

বিজন—নিতান্তই শুন্‌বে, আরতি!—তবে শোন! তুমি ভুল করেছিলে একটা নিতান্ত স্বার্থপর, দৈন্য-ভীরু, প্রতারককে আদর্শনিষ্ঠ, পরোপকারী দেশসেবক ভেবে; আর আমি!—আমি ভুল করেছিলাম—তোমার রক্তধারায় যে কলুষিত নির্দ্দেশ, একটি বারও তার কথা না ভেবে!

আরতি—[বিজনের শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র বজ্রাহতের মত উঠিয়া পড়িল; তাহার সমস্ত শরীর কম্পমান; দুইচোখে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল; পরে কি যেন একটা অন্যমনস্কতার ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল] "রক্ত ধারায় যে কলুষিত নির্দ্দেশ!" [বলিতে বলিতে দুই কক্ষের মধ্যের দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইল] কলুষিত নির্দ্দেশ! রক্তধারায়!—তাই তো। [হঠাৎ দুই হাতে বুক চাপিয়া ছুটিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল; নেপথ্যে পতনের শব্দ, শব্দ শুনিয়া

বিজনও ছুটিয়া গেল ; নেপথ্যে সারেঙ্গী বাজাইয়া এক বাউল গাহিয়া চলিয়াছে]

গান

ওরে ঘর ছাড়া পাগল, এবার চল্ ফিরে চল্ ঘরে ;
হেথায় খেলা চুকে গেল, সাঁঝ হ'য়ে এল, আগল পড়িল দ্বারে।
তবে আর কেন পরবাসে ?
চেয়ে দেখ পিছে অই প'ড়ে আছে দগ্ধ জীবন মরু,
কোথা বারি হোথা কুঞ্জ বীথিকা পুষ্পিত ছায়া তরু।
শুধু তপ্ত বালুকা শিহরিয়া ওঠে, ভাঙা স্বপনের শ্বাসে,
কেঁদে কেঁদে যায় নিশীথের বায়, দিনের ব্যথার পরে।
কোন্ মায়াবীর মোহন ছলে,
ফেলি নিজ নীড় বেদন নিবিড়, গেলিরে আকাশে উড়ে,
পেলিনে তো সুখ, ভেঙ্গে গেল বুক, সুখ আসে ঘুরে ঘুরে ;
শুধু দিনের অনল পাখা পুড়ে দিল পড়িলি ধরণী তলে,
অই এলরে আঁধার কি দেখিস্ আর, নে তারে জীবনে ব'রে।

অমলা—জানি না কেন !

আরতি—ভালই হ'ল, অমলা। তোর হয়ে একদিন সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে মনে মনে হয়তো কতকটা দেমাক হয়েছিল ; আজ সে দেমাকের মূল উপড়ে ফেলে বিধাতা তোর আমার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা দূর করে দিলেন ; আজ তুই আর আমি একই পর্য্যায়ে, ভদ্র সমাজে অচল। অমলা, সত্যি আমায় কোনদিন তুই ছেড়ে যাস্‌নে, তা হ'লে বাঁচবো না।

অমলা—তুমিই তবে আমায় আশ্রয় দাও দিদি। স্বামীর বাড়ী আমি আর যেতে চাইনে।

আরতি—আশ্রয় ! কে আজ কাকে আশ্রয় দেবে ! আজ আমি নিজেই যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, বোন।

অমলা—এ আবার কি বলছ ?

আরতি—সবই যদি জানিস্, কেন এ প্রশ্ন করছিস ? আমার রক্তধারায় যে কলুষিত নির্দ্দেশ স্বামীর চোখ এড়াতে পারেনি, তার সংস্পর্শে এ প্রতিষ্ঠান গুলির পবিত্র আবেষ্টনী আমি কলুষিত হতে দেব ভেবেছিস ?

অমলা—তোমার সংস্পর্শে হবে কলুষিত, আর তার সংস্পর্শে হবে পবিত্র। হায়রে কপাল, একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। দিদি, জামাইবাবুর কথা তুমি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই এনো না ; কত কথা উনি বলেন, অর্দ্ধেকটার হয়তো কোন মানে হয়, বাকীটা একেবারেই অর্থহীন।

আরতি—না, অমলা, আমার জন্মরহস্যই তাঁর মনে এ সংশয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে ; লোকের কথা সেখানে বীজবপন করেছে আর অবস্থার চাপে আজ তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। এখানে আর আমার কি অধিকার আছে ? [উত্তেজিতভাবে বিপুলের প্রবেশ]

বিপুল—বৌদি ! বৌদি !

আরতি—ঠাকুরপো [কাঁদিয়া ফেলিল] আমার কাছে আর এসোনা, ভাই। আমি তোমাদের প্রতারণা করেছি। আমি ৺উমাশঙ্কর রায়ের কন্যা

সে বিচার, এখন আবার নূতন করে এর বিচার হবে।—বৌদি, তখন তোমার একটি মাত্র পরিচয় আমাদের জানা ছিল এবং সেটি এই যে তুমি তোমার মায়ের মেয়ে।

আরতি—তোমার দাদার কাছেও সে পরিচয়টাই আজ আমার সম্বন্ধে চরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; কেমন করে তবে আশা করব যে অন্য কোন পরিচয় দেওয়ার সামর্থ্য আমার আছে, আর থাক্‌লেও গাঁয়ের লোক তা মেনে নেবে?

অমলা—নেবেনা? নিশ্চয় নেবে? কি চোখে তারা তোমায় দেখে, নিজে জাননা, তাই এ কথা বল্‌ছ। যদি যেতেই চাও দিদি, তাদের না বলে গোপনে তোমার যাওয়া হবে না। যদি যাবে, রাজরাণীর মতই যাবে, শত সহস্রের আঁখিজলের অভিষেক সর্ব্বাঙ্গে বহন করে!

বিপুল—দাদা তোমার উপর নিতান্তই অবিচার করেছেন; তাই বলে তুমি যদি তাঁকে ছেড়ে চলে যাও, জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দাও, এ ছিন্ন সূত্র জোড়া লাগার সম্ভাবনা আর রইল কোথায়? তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, ছোট ভাইয়ের কথাটা রাখ, এ চরম পন্থা অবলম্বন করার কথা ভুলে যাও।

আরতি—তাও কি আর সম্ভব? ভগবান্ পৃথিবীতে যাকে পাঠালেন সমাজ-ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিদ্রোহরূপে, সমাজে তার স্থান আজও হয়নি; কোনকালে হবে কিনা জানি না। আজ মনে হয়, অমলাকে আমরা গায়ের জোরেই ঠাঁই দিয়েছিলাম। আর যদিই বা এখানকার সমাজে অমলার মত, আমার মত জীবের ঠাঁই মিলে, আমার তো কোন রকমেই এখানে থাকা হতে পারে না।

বিপুল—কেন?

আরতি—শুনে কি হবে, ভাই? শুধু ব্যথাই পাবে।

বিপুল—দাদা যে বড়ই নিঃসহায়, একবারও ভাব্‌ছনা, বৌদি?

আরতি—জানি,—কিন্তু তার চেয়েও নিঃসহায় আজ এ দুর্ভাগিনী বৌদি তোমার। এমন একদিন ছিল, নিজেকে এক মহিমময়ী সাম্রাজ্ঞী বলে কল্পনা করতাম। হয় তো খানিকটা গর্ব্ব, খানিকটা আত্মপ্রসাদ তাতে মেশান ছিল। এক নিমেষে আমার সে অহমিকার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়েছে; মর্ম্মে মর্ম্মে আজ উপলব্ধি ক'রছি নিজের অসীম দৈন্য। মনের জোর আর একটুও নেই, এ পরিবেশে কোনদিন যে হবে, সে কথা আজ যেন ভাবতেও পারছিনে। এ অবস্থায় এখানে থাকতে হলে তোমার দাদার বোঝা হয়েই থাকতে হবে, যেমন আজও আছি। এ বোঝা ক্রমশই তাকে নীচের দিকে টান্‌বে, যেমন আজও টান্‌ছে। তাই যেতে হবে ভাই, নিজের জন্য ততটা নয়, যতটা তোমার দাদারই জন্য যাওয়ার বেলায় তাঁকে দিয়ে গেলাম সুলতা ও তোমার হাতে; তোমরাই তাঁকে দেখ্‌বে।

অমলা—রাখো এখন, এত দাতাগিরি নাই ফলালে!

আরতি—আমার নিজস্ব এমন কি আছে, অমলা, যে দাতাগিরি ক'রব? যাওয়ার বেলায় যাদের জিনিষ, তাদেরই হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। হয়তো যেমনটি পেয়েছিলাম, তেমনটি আর নেই। সে আমার দুর্ভাগ্য, অপরাধ নাও হতে পারে।

অমলা—তুমি কি যে বল, দিদি! তোমার তিনি কেউ নন্? মন্ত্র পড়ে সাত পাক ঘুরে ছিলেন কেন?

আরতি—মন্ত্র পড়ে সাতপাক ঘুরলেই যদি পরস্পর অধিকারের সৃষ্টি হত, দুটো মানুষ মনে মনে এক হয়ে যেত, তবে তোর পিঠে আজ বেতের ঘা কেন? প্রাণমন তৈরী থাকলেই তবে মন্ত্র সেখানে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায়; সে অঙ্কুর একদিন ফুলেফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে পায় তখনই, যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যথাসময়ে আলোহাওয়া লাগিয়ে, জলসেচন করে তা বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

বিপুল—সবই বুঝি ; তবু বলছি বৌদি, যেওনা।

আরতি—বল্‌তে পার, ঠাকুর পো, কিসের জোরে আজ এখানে দাঁড়াব ?

বিপুল—দাঁড়াবে নিজ মনুষ্যত্বের জোরে।

আরতি—তাও ভেবে দেখেছি।—কিন্তু যার জীবনে মনুষ্যত্বের দাবীর চেয়েও বৃহত্তর অধিকারের জোরে স্থান পেয়েছিলাম, দিনের আলোতে যখন দেখা গেল সে অধিকার নিতান্তই কাল্পনিক, তখন শুন্‌তে পেলাম সে স্বর্গ থেকে আমায় নির্ব্বাসনের নির্ম্মম দণ্ড উচ্চারিত হ'ল। মাথা পেতে সে দণ্ড আমায় নিতেই হবে। তোমাদের ঘরে তো শুধু মানুষ হিসেবে আসিনি, ভাই, এসেছি তোমার দাদার সহধর্ম্মিণীরূপে। সে সম্পর্ক আজ তাঁর গলার ফাঁসি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; তাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যই ক'রছি, স্বেচ্ছায় সে বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে তাঁকে মুক্ত ক'র্‌তে চ'লেছি !

বিপুল—নিজের ভবিষ্যৎ কি, কোথায় যাবে, কি ক'র্‌বে, একবারও ভেবেছ বৌদি ?

আরতি—না, ঠাকুরপো, ভাবিনি ! তার প্রয়োজন নেই। নিজের কথা ভাব্‌তে বাবা,—না, আর তাঁকে বাবা ব'লে ডাক্‌বার অধিকার নেই—আমায় কখনো শেখান্ নি ; বিয়ের আগে তিনিই ভাব্‌তেন ; বিয়ের পর স্বামীর হাতেই সে ভার তিনি দিয়ে যান্। আর আজ স্বামীর হাত থেকে সে দায়িত্ব আমার ভাগ্যদেবতা নিজেই গ্রহণ কর্‌লেন। তাঁর ভাব্‌না, তিনিই ভাব্‌বেন !

অমলা—তুমি তো ভাগ্যদেবতার ঘাড়ে সব বোঝা চাপিয়ে খালাস ; আমি কিন্তু তা পারবোনা, দিদি, আগেই বলে রাখ্‌ছি !

আরতি—(ঈষৎ হাসিয়া) দেবতা হয়তো তোরই ঘাড়ে আবার সে বোঝা চাপিয়ে দেবেন, অমলা ! পারবি বইতে ?

অমলা—এমন দুর্দ্দিন যদি আসেই দিদি, দেবতার নাম আর মুখে এনো না।

আরতি—তা হয় না, মোড়ল। এখানকার মেয়াদ আমার ফুরিয়েছে; এখানে আমার স্থান নেই আর। তা বলে তোমরা কেন ঘর বাড়ী ছেড়ে আমার এ অনির্দ্দেশ যাত্রার দুঃখ বরণ করে নেবে? মা চাও? এক মায়ের বদলে আমি তোমাদের দুটি মায়ের কাছে রেখে যাচ্ছি! [সরলা ও স্থূলতার কাছে গিয়া দু'হাত দু'জনের গলায় রাখিয়া] এ দু'টি মায়ের পরিচয় তোমরা পেয়েছ; রোগে, শোকে, দৈন্যে এ দু'টি কোমল প্রাণের স্পর্শ তোমরা অনুভব করেছ; আজ হতে এরাই তোমাদের মা; এরাই তোমাদের দেখবে। স্থলু, সরলা, এ দুঃখী ছেলে-মেয়েদের ভার তোদেরই হাতে দিয়ে আমরা গেলাম। ঠাকুরপো, [বিপুল অশ্রুসিক্ত চোখে কাছে আসিল] এরাই তোমার দুঃখিনী বৌদির স্মৃতি; এদের দেখো, ভাই! [বিপুল মাথা নত করিয়া রহিল] এবার আমায় বিদায় দাও! [বিপুল আরতির দিকে চাহিতে পারিল না] জ্যেঠামশায়, [ভবতারণ আরতির মাথায় হাত রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; আরতি উঠিয়া নিস্তারিণীকে প্রণাম করিতেই নিস্তারিণী তাহাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুসজল চোখে বলিল]

নিস্তারিণী—এসেছিলি যেদিন বৌ, বাইরের শত বাধা সত্ত্বেও এসেছিলি; আর চলে যখন যাচ্ছিস্, তখনও সহস্র স্নেহের বাঁধন ছিঁড়েও চলে যাবি। তোদের জাতই আলাদা, তা আমি জানি। সুখ তোদের ধাতে সয় না, দুঃখ তোদের জন্মসাথী। তাই আর তোকে বাধা দেব না। যদি কোনদিন অকারণেও তোর নীড়-হারা ক্লান্ত প্রাণ কোথাও আবার স্নেহের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, এ অভাগা পল্লীর কথা স্মরণ করিস্। এ যে তোরই সৃষ্টি, আরতি। কেমন করে তোকে বোঝাব মা, এখানে তোর অধিকার মায়ের অধিকারের মতই স্বতঃসিদ্ধ, শাশ্বত।

আরতি—আশীর্ব্বাদ কর, পিসিমা [প্রণাম করিল] অমলা, চল বোন্! [জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হাতজোড় করিল। বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি অশ্রুনেত্রা আরতির

মুখের দিকে তাকাইয়া জনতা বিচলিত হইয়া উঠিল ; তাহাদের হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত 'মা' 'মা' ধ্বনির মধ্যে আরতি অমলার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিল। সুলতা, সরলা, বিপুল, নিস্তারিণী নৌকা পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিল। নৌকায় উঠিয়া আরতি বলিল, "সুলু, তোর দাদাকে দেখিস বোন্। ঠাকুরপো, ওর উপরে রাগ করে থেকো না ভাই।" চোখ মুছিতে মুছিতে "রামসদয়" ! রামসদয় নৌকার অন্যদিক হইতে উত্তর দিল "দিদি !" নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল]

মাণিক—মা চলেই গেলেনরে, চলেই গেলেন। পারলাম না, মাকে রাখতে পারলাম না। হায়, হায়, এমন কপাল নিয়েই সব জন্মেছি। এমন মা কি কারও হয় ? [বৃদ্ধ মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল ; মামুদ সর্দ্দারও তাহার পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল—জনতার মধ্যেও বহু লোক বসিয়া পড়িয়া 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মত্তাবস্থায় বিজনের প্রবেশ]

বিজন—আরতি ! রতি ! কোথায় সে ? চলে গেল ? আরতি চলে গেল ?

নিস্তারিণী—[বিজনের কাছে আসিয়া] যাবে না ? একান্ত কাছে যখন পেয়েছিলি, চিন্‌তে পারিস্‌নি ; অনাদরে দূর করে দিলি। মূর্খ তুই, বিজু, মিথ্যার ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলি, সুখের প্রাসাদ রচনা করতে গিয়েছিলি। অন্ধ তুই, আপন অন্তরের কালোছায়ায় যে পাপের জন্ম, তা আরোপ করেছিস্ তার প্রাণে। একদিন এ আত্মবিড়ম্বনা নিজের কাছে ধরা পড়বে ; তখন হয়তো যে রত্ন আজ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিলি, তাকে আর ফিরে পাবিনে। নিজের প্রাণে মনে কুসংস্কারের ডালি বয়ে গাঁয়ে এসেছিলি গাঁয়ের লোকের কুসংস্কারের সঙ্গে যুঝতে ! তাদের কুসংস্কার শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত মানুষের কাছে মাথা নোয়াল ; আর তোর কুসংস্কার যে সেই মানুষটিকেই পল্লী থেকে নির্ব্বাসিত করলে ! তাদের

মিথ্যা বাইরের আবর্জ্জনার মত তাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন করলেও ভেতর থেকে তাকে বিষিয়ে তোলেনি ; আর যে মিথ্যায় তোর জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল, তার উদ্ভব তোরই অন্তরে ; তাই সেখানে আরতির স্থান কোনরকমেই হল না। কেঁদে নে, অভাগা, কেঁদে কেঁদে মনের পুঞ্জীভূত ক্লেদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে জীবনের বিরাম-বিহীন জয়যাত্রায় আবার যোগ দিবি চল্। [কিছুক্ষণ থামিয়া একদৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল ; পরে বলিতে লাগিল] এ জয়যাত্রা তোর আমার জন্য থেমে থাকবে না, বিজু! আরতির সত্যনিষ্ঠা ধ্রুবতারার মত অসত্যের অন্ধকারে এ অভিযানের দিঙ্‌নিয়ন্ত্রণ করবে। পারিস্ যদি, ঐ দেবীর যোগ্য হতে চেষ্টা কর। হয়তো একদিন তাকে ফিরে পাবি ; বাইরে না পেলেও অন্তরে অন্তরে পাবি। ওরে সে পাওয়াই যে বড় পাওয়া, বাবা! [নিস্তারিণী আঁচলে চোখ মুছিলেন। বিজন তাঁহার পায়ে দুহাত রাখিয়া নতমস্তকে জড়িত কণ্ঠে বলিল,] পিসীমা, আশীর্বাদ কর, যেন তাই হয়, যেন এখনও—আরতির যোগ্য হতে পারি।" [নিস্তারিণী বিজনের মাথায় ডান হাত রাখিল। বিজন সে অবস্থায় আস্তে আস্তে উমাশঙ্কর রায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তির দিকে ঘুরিয়া নতজানু হইয়া নতশিরে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। দেখা গেল গণ্ডদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত। ধরা গলায় করপুটে মূর্ত্তির উদ্দেশে সে বলিল—"আজও নয়, গুরুদেব, আজও নয়। ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি তুমিও আজই আমায় ক্ষমা করতে পারবে না। নিজের বুকে মশাল জ্বেলে আরতি তার আলোকে আমায় আমার মুখোসটা দেখিয়ে দিয়ে গেল ; বুঝিয়ে দিল তোমার আদর্শ আমার কাছে অপমানিত হয়েছে ; তাই তোমার সাধের নন্দীগ্রাম, তোমার স্মৃতি-দেবায়তন যমুনা গ্রাস করে চলেছে। আর তাইতো তোমার মানসকন্যা তোমার আদর্শচ্যুত অযোগ্য শিষ্যকে ছেড়ে চলে গেল—হে সত্য-সাধক মহাপুরুষ, তোমার এ দুর্ভাগা সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর আমার যা কিছু মলিন, যা কিছু কুৎসিত, যা